জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ই-এডিশন

আজ ২৬ জানুয়ারি। সাধারণতন্ত্র দিবস। জাগোবাংলা দফতর ছুটি। আগামিকাল ২৭ তারিখ মুদ্রিত সংস্করণ থাকছে না, পাঠকদের জন্য থাকবে ই-সংস্করণ

পদ্মসম্মান ২০২৪

পুরুলিয়ার 'গাছ দাদু' পরিবেশবিদ দুখু মাঝি পেলেন পদ্মসম্মান। এছাড়াও বাংলার লোকশিল্পী রতন কাহার ও ছৌ-মুখ শিল্পী নেপাল সূত্রধরও এই সম্মান পেয়েছেন

আজ সাধারণতন্ত্র দিবসে রেড রোডের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী

সাবেকি দুর্গাপ্রতিমা শিল্পী সনাতন রুদ্রকে পদ্মসম্মান

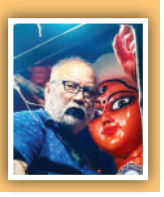

বর্ষ - ১৯, সংখ্যা ২৫৫ ● ২৬ জানুয়ারি, ২০২৪ ● ১১ মাঘ ১৪৩০ ● শুক্রবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 19, Issue - 255 ● JAGO BANGLA ● FRIDAY ● 26 JANUARY, 2024 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

১৫৬৭ ক্রীড়াবিদ পাবেন প্রতি মাসে ভাতা

খেলোয়াড়দের চাকরির জন্য মুখ্যমন্ত্রীর স্পোর্টস ডেস্ক

প্রতিবেদন : বরাবরই তিনি বাংলার ক্রীড়াবিদদের পাশে থেকেছেন। খেলাধুলোর মানোন্নয়নে সবসময়ই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এবার আরও এক ধাপ এগিয়ে রাজ্যের কৃতী ক্রীড়াবিদদের চাকরি দেওয়ার জন্য স্পোর্টস ডেস্ক তৈরির নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে বাংলার একঝাঁক প্রাক্তন ও বর্তমান ক্রীড়াবিদকে পুরস্কৃত করেন তিনি। দেন আর্থিক সম্মাননাও। এ মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বাংলার খেলাধুলোর অগ্রগতির সোপান তুলে ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চে উপস্থিত ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে তাঁর দফতরে ক্রীড়াবিদদের জন্য পৃথক স্পোর্টস ডেস্ক তৈরির নির্দেশ দেন। যেখানে ক্রীড়াবিদরা তাঁদের সমস্ত তথ্য জমা দেবেন বায়োডেটা সহযোগে। সেখান থেকে চাকরির জন্য ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার। এদিন ১৫৬৭ জন প্রাক্তন ক্রীড়াবিদকে মাসিক ১ হাজার টাকা করে ভাতা চালু করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ১ সেপ্টেম্বর থেকে তাঁরা ভাতা পাবেন। অর্থাৎ গত চার মাসের ভাতা একসঙ্গে পাবেন।

এ ছাড়াও এশিয়ান গেমসে মহিলা টিমের সদস্য, সুইমিং টিমের সদস্য, প্যারা ন্যাশনাল সুইমিং চ্যাম্পিয়ন টিমের সদস্যদের হাতে আর্থিক পুরস্কার (১০ লক্ষ) তুলে দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে ৩২২ জন বর্তমান কৃতী খেলোয়াড়কে পুরস্কৃত করা হয়। এরপর রাজ্য পুলিশের ৮ জন অফিসারকে তাঁদের নিষ্ঠা ও দক্ষতার জন্য শৌর্যপদক তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, আমরা খেলাধুলোয় উৎসাহের জন্য প্রচুর চাকরি দিয়েছি স্পোর্টস কোটায়। জঙ্গলমহল কাপ করা হয়। বাংলায় প্রচুর প্রতিভাবান খেলোয়াড় আছে। আরও বেশি করে তাদের সামনের সারিতে তুলে আনতে হবে।

কৃতী খেলোয়াড়দের মুখ্যমন্ত্রীর সম্মাননা। বৃহস্পতিবার ধনধান্যে।

ফুটবলে শট মুখ্যমন্ত্রীর। পাশে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

রবিবার উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : উত্তরবঙ্গ সফরের কথা আগেই ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার ধনধান্য স্টেডিয়াম থেকে নিজেই উত্তরবঙ্গের সফরসূচি জানালেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানান, ২৮ জানুয়ারি প্রথম হাসিমারায় যাবেন তিনি। সেখান থেকে ২৯ জানুয়ারি যাবেন কোচবিহার। এরপর উত্তরকন্যায় রাত কাটিয়ে পরের দিন জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে পাট্টা বিলির অনুষ্ঠান রয়েছে তাঁর। তারপরের দিন অর্থাৎ ৩১ তারিখ রায়গঞ্জ এবং পয়লা ফেব্রুয়ারি বালুরঘাটে পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশনের অনুষ্ঠান রয়েছে। এরপর সেই কর্মসূচি সেরে মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং কৃষ্ণনগরে যাবেন তিনি। (এরপর ১২ পাতায়)

কোর্টের লাইভ স্ট্রিমিং বন্ধ করে

সতীর্থকে বেনজির আক্রমণ অভিজিতের

প্রতিবেদন : এককথায় নজিরবিহীন। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখোশ খুলে গেল। এতটাই বেআব্রু হল তাঁর মুখ যেখানে পেশাগত সহকর্মীকে সমস্ত শিষ্টাচার ছাপিয়ে কূট রাজনীতিবিদের মতো আক্রমণ করে বসলেন। সিপিএম-বিজেপি আঁতাত স্পষ্ট হয়ে গেল। এমনকী ভরা এজলাসে অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তর সঙ্গেও বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, সাধারণত নিয়ম অনুযায়ী এজলাসে বিচারপর্ব চলাকালীন তার সরাসরি সম্প্রচার হয়। এদিন, গায়ের জোরে তা-ও বন্ধ করে দেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। কিশোর দত্ত এ নিয়ে প্রতিবাদ জানালে তাঁকেও কুৎসিতভাবে আক্রমণ করেন তিনি। এমনকী ডিভিশন বেঞ্চের রায়কে উপেক্ষা করে নিজের দেওয়া সিবিআই তদন্তের রায় বহাল রাখেন।

বৃহস্পতিবার নিজের এজলাসে বসেই কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তীব্র আক্রমণাত্মক মন্তব্য করলেন বিচারপতি সৌমেন সেনের বিরুদ্ধে। রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িয়ে থাকা ব্যক্তির মতো তিনি আচরণ করছেন বলে মন্তব্য ছুঁড়ে দিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। (এরপর ১২ পাতায়)

আরও এক ধাক্কা

■ বিচারপতি অভিজিৎ ও অমৃতা আর নিয়োগ মামলা শুনতে পারবেন না। নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। নিয়োগ মামলার যাবতীয় শুনানি এখন থেকে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে হবে। ২০১৪ সালের প্রাইমারি টেট, ২০১৬ এবং ২০২০ সালের নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার আর শুনতে পারবেন না তাঁরা। *(বিস্তারিত ভিতরে)*

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

মাটিতে দগ্ধ

যত যুদ্ধ মাটিতে
বিভেদের বর্ণময় ছন্দ
পারো কি করতে আকাশে?
আকাশ ঘরানার ঘরে বৈচিত্র
সূর্য-চাঁদ-গ্রহ-তারা
নিজস্ব ধারায় ঐক্যবদ্ধ।
তাদের ধর্মের নাম কী?
ভেবেছ কি?
ধর্ম তাদের সর্বময়,
সারা বিশ্বব্যাপী প্রশস্ত
সব লাগামের বাইরে।
দম্ভের মাংসপিণ্ড ফেলবে?
লাভ নেই!
ওরা তো এত দূরে
ফেলবে কী করে?
সুযোগ থাকলে
ওখানেও ফেলতে?
দ্বন্দ্ব লাগাতে?
বিভেদ লাগাতে?
ও গুড়ে বালি।
ভাগ্যিস ওরা
ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

তৃণমূলের জোট-তোপে কংগ্রেস

■ বাংলায় নিজের দলের কবর খোঁড়ার কাজ করেছেন অধীর চৌধুরী। বাংলাতে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট না হওয়ার জন্য একমাত্র দায়ী অধীর চৌধুরী

■ কংগ্রেসের দু'জন ধারাবাহিকভাবে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কদর্য ভাষায় আক্রমণ করেছে। জোট না হওয়ার কারিগর হল এরা। বিজেপি-সিপিএমের সঙ্গে এদের আঁতাত

■ তৃণমূলের কোনও নেতৃত্ব একদিনের জন্যও দিল্লির কংগ্রেসের নেতা-নেত্রীদের অসম্মানজনক কথা বলেননি। কিন্তু অধীর ক্রমাগত তৃণমূলকে আক্রমণ করে গিয়েছেন

২৯-এ প্রশাসনিক বৈঠকে আমতলায় অভিষেক

প্রতিবেদন : সোমবার নিজের নির্বাচনী কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারের আমতলায় একটি প্রশাসনিক বৈঠক করবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়েক সপ্তাহ আগেই পৈলানে একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচিতে গিয়েছিলেন অভিষেক। নিজের লোকসভা কেন্দ্রে তিনি যে বাড়তি সময় দেবেন সে-কথা আগেই জানিয়েছিলেন। সেইমতো আগামী ২৯ জানুয়ারি একটি প্রশাসনিক বৈঠক করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দক্ষিণ বিষ্ণুপুরের আমতলা অডিটোরিয়ামে এই বৈঠক হবে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন আগেই শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকল্প চালু করেছেন নিজের নির্বাচনী এলাকায়।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

26 January, 2024 • Friday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৫০ ভারতের সংবিধান এদিন থেকে কার্যকর হয়। সাধারণতন্ত্র দিবস হিসেবে দিনটি পালিত হয়। সাধারণতন্ত্র হল সাধারণের জন্য সাধারণের তৈরি শাসনব্যবস্থা। 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে'। সংবিধান নাগরিকদের সেই অধিকার দিয়েছে। তাঁরা দাবি করতে পারেন রাষ্ট্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রত্যেকের জন্য সমান ব্যবহার ও পক্ষপাতহীন নিরাপত্তা এবং মৌলিক প্রয়োজনগুলির। শাসক নিরপেক্ষ ভাবেই পারেন। কারণ, এই প্রজাদের ক্ষমতাতেই শাসকের ক্ষমতা নির্মিত হয়। নাগরিকেরও তেমন অধিকারের সীমা বুঝে নেওয়ার মতোই আছে কর্তব্য-দায়িত্ব। ক্ষমতা আর দায়িত্ব হাত ধরাধরি করে চলে বলেই অধিকারের সীমা জেনে নেওয়া জরুরি। নিরঙ্কুশ-নিঃসংশয় প্রশ্ন করার স্বাধীনতা চেয়েই তো একদিন পথে নেমেছিলেন পরাধীন ভারতের মানুষ। সংবিধান সেই পবিত্রতম গ্রন্থ, যা আমাদের নিজস্ব মত প্রকাশের আর অন্যের মতের প্রতি সহিষ্ণুতার কথা একই সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছে। প্রতিটি নাগরিকের

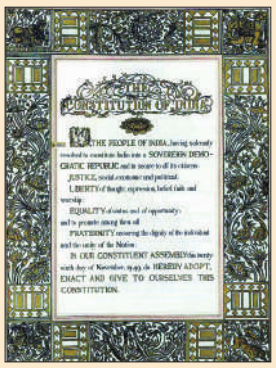

সংশয়ের সব বিন্দু নিরসন করা আদর্শ হলেও হয়তো সব সময় সম্ভব নয়। কিন্তু গণতন্ত্রের মূল ভাবনা তো এটাই যে, সংখ্যাগুরুর সুর-স্বরের আড়ালে যেন সংখ্যালঘুর সুর-স্বর ঢেকে না যায়। তা না হলে যে সংগীতের, জাতীয় সংগীতের প্রাথমিক শর্তটিই বিঘ্নিত হয়! এ-শর্ত বজায় রাখার ঐতিহ্য ভারতের চিরকালীন আর তাকে মান্যতা দিতেই সাধারণতন্ত্রের উদযাপন। সম্প্রদায় নির্বিশেষে আমাদেরই পূর্বপ্রজন্ম স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশ নিয়ে, চূড়ান্ত নির্যাতন সহ্য করে, প্রাণের মূল্যে এই স্বাধীনতা এনেছেন। তাই এই স্বাধীনতা, এই সাধারণতন্ত্র আমাদের প্রত্যেকের। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের মূল সুর ছুঁয়ে থাকুক আমাদের।

১৮৪৪ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৯১৮) এদিন কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা হাইকোর্টের বাঙালি বিচারপতি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকার তাঁকে নাইটহুড এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি প্রদান করে । স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'জ্ঞান ও কর্ম', 'শিক্ষা', 'এ ফিউ থটস অন এডুকেশন' এবং 'দি এডুকেশন প্রবলেম ইন ইন্ডিয়া' নামে চারটি বই লেখেন। যাদবপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

২০১৮ সুপ্রিয়া দেবী (১৯৩৩-২০১৮) এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাংলা সিনেমায় মহানায়ক উত্তমকুমারকে ঘিরে যে নায়িকাবৃত্ত, তার প্রথম দুই নাম অবশ্যই সুচিত্রা সেন এবং সুপ্রিয়া দেবী। উত্তম-সুপ্রিয়ার সম্পর্ক একটা সময় বাংলা সিনেমা জগতের 'হট টপিক' ছিল। সোনার হরিণ, শুন বরনারী, উত্তরায়ণ, সূর্য্যশিখা, সবরমতী, মন নিয়ে-র মতো বহু ছবিতে উত্তমকুমারের বিপরীতে মুখ্য ভূমিকায় দেখা গিয়েছে তাঁকে। তবে তাঁর অভিনয় দক্ষতার সবচেয়ে আলোচিত দুই ছবি অবশ্যই ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' এবং 'কোমল গান্ধার'। তাঁর লেখা 'আমার উত্তম' বইটি একসময় যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল। ২০১১ সালে বঙ্গবিভূষণ এবং ২০১৪-এ পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত করা হয় তাঁকে।

১৯৩০ এই দিনটিকে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। মহাত্মা গান্ধী দিনটির নাম দিয়েছিলেন, 'স্বতন্ত্রতা সংকল্প দিবস'। ১৯২৯ সালের বছর শেষে পূর্ণ স্বরাজ আনার শপথ নেওয়া হয় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে। এরপরেই ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রথম স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। পরে ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে ভারত।

২০০১ গুজরাতের ভুজে ভয়ংকর ভূমিকম্প হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৭.৭। ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রায় ১২ লক্ষ ঘর-বাড়ি। প্রাণ হারান ১৩ হাজারেরও বেশি মানুষ। আহত হন লক্ষাধিক মানুষ। সে-সময় ওই ভূমিকম্পের প্রভাব পাকিস্তানের উপরও পড়েছিল।

পার্টির কর্মসূচি

ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি সাংগঠনিক বৈঠক করা হয়। লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি নিয়ে ব্লক সভাপতি দেবাশিস প্রামাণিকের নেতৃত্বে সভাটি হয়। ব্লকের সব স্তরের নেতা-কর্মী এবং সব শাখা সংগঠনের নেতা-কর্মীদের নিয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ব্লকের কানকাটা মোড়ের দলীয় দফতরে।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-৯১৪

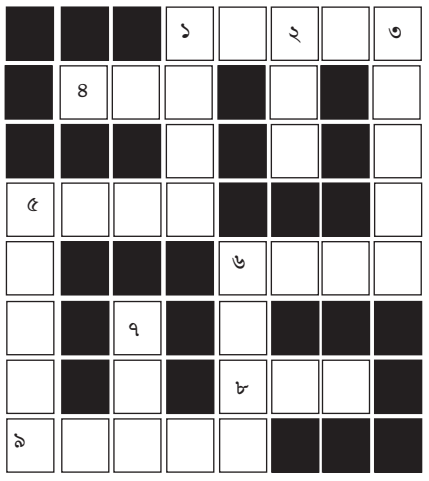

পাশাপাশি : ১. গাছের পাতার তৈরি ঘর ৪. তরঙ্গ, ঢেউ ৫. সরকারি উচ্চবিভাগ ৬. ঘুষ ৮. আসামি — ৯. বড়ো শহর।

উপর-নিচ : ১. কটিবন্ধ ২. যক্ষরাজ, টাকাপয়সার দেবতা ৩. মন্ত্রপূত মাদুলি ৫. স্বর্গ ৬. ভেট, উপঢৌকন ৭. উপদেশমূলক কথা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ৯১৩ : পাশাপাশি : ১. সমাধা ৪. মাস্টারপ্ল্যান ৬. স্থাবর ৭. রসিকতা ৯. নবোদ্যম ১২. শাবক ১৩. লটবহর ১৪. দাসের। **উপরনিচ :** ১. সংস্থাপন ২. ধামার ৩. সরদার ৫. নরক ৮. তালুকদার ১০. বোয়াল ১১. মনোবল ১২. শারদা।

২৫ জানুয়ারি কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬২৮৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬৩১৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬০০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	৭১৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	৭১৫০০

সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আগামী ২৬শে জানুয়ারি কলকাতা বুলিয়ান মার্কেট বন্ধ থাকবে।

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৪.২৬	৮২.৮২
ইউরো	৯২.২০	৮৯.৯৯
পাউন্ড	১০৬.৮৮	১০৫.৬০

নজরকাড়া ইনস্টা

■ অন্তরা নন্দী

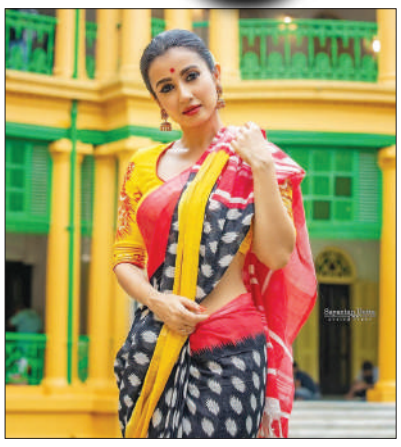

■ মনামি ঘোষ

সম্পাদক : সুখেন্দুশেখর রায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রিন্ট ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮৯, চৌভাগা ওয়েস্ট, চায়না মন্দিরের কাছে, কলকাতা ৭০০ ১০৫ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SUKHENDU SEKHAR RAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. 789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105 Regd. No. WBBEN / 2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A , A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

26 January, 2024 • Friday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
২৬ জানুয়ারি ২০২৪
শুক্রবার

কৃতী খেলোয়াড়দের সম্মাননা ও সাম্মানিক প্রদান অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

26 January, 2024 • Friday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

তোমার বিচার...

কলকাতা হাইকোর্ট এখন খবরের শীর্ষে। হাইকোর্টে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলায় নানারকম নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতিরা। কিন্তু সে নিয়ে খুব একটা বিতর্ক তৈরি হয়নি। বছর দুই ধরে বিতর্ক শুরু হয়েছে। কখনও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা, আবার কখনও বিচারপতি অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বা অমৃতা সিনহাকে নিয়ে। বিচারপতি মান্থা রাজ্যের এক গদ্দার নেতাকে রক্ষাকবচ দিয়েছিলেন। কী সেই রক্ষাকবচ? গদ্দার যে অপরাধই করুক না কেন তার বিরুদ্ধে এফআইআর বা গ্রেফতার করতে হলে কোর্টের অনুমতি নিতে হবে। কোনও ব্যক্তিকে এমন সুরক্ষাকবচ দেওয়ার নির্দেশ বিরল। এরপর বিচারপতি অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়োগ মামলা নিয়ে যত না ইতিবাচক নির্দেশ দিচ্ছেন তার চেয়ে বেশি পর্যবেক্ষণে বিরূপ মন্তব্য করছেন, যে মন্তব্য বিচারপতি তাঁর চেয়ারে বসে করতে পারেন কিনা প্রশ্ন রয়েছে। বুধবার নিয়োগ মামলা নিয়ে ডিভিশনের বেঞ্চের নির্দেশ উপেক্ষা করলেন। কারণ, লিখিত নির্দেশ হাতে পাননি। বৃহস্পতিবার সেই লিখিত নির্দেশ হাতে আসতেই বিচারপতি রেগে আগুন। ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতিকে পক্ষপাতদুষ্ট বলে অভিযোগ করলেন। আরও অনেক কথাই বলেছেন আদালতের লাইভ স্ট্রিমিং বন্ধ করে। সতীর্থ বিচারপতিকে বেনজির আক্রমণ করেছেন। এমন দৃশ্য কলকাতা হাইকোর্টে এই প্রথম। তাঁর পথ ধরেছিলেন আর এক বিচারপতি অমৃতা সিনহা। আদালতের পর্যবেক্ষণে তাঁর মন্তব্য ঘিরেও প্রশ্ন উঠেছে। বিচারব্যবস্থা ও বিচারপতিকে আমরা সম্মান করি। ন্যায়-বিচারের শেষ ঠিকানা আদালত এবং বিচারপতি। তাঁদের কাছে আর একটু সংযত মন্তব্য আশা করাটা কী অন্যায় হবে!

e-mail থেকে চিঠি

বিজেপি আর সংবিধান?

আজ ২৬ জানুয়ারি। ভারতের সংবিধান কার্যকর হওয়ার দিন। বিজেপি আজ সাধারণতন্ত্র দিবস পালন করবে। দেখলেও হাসি পায়। ২০১৪ সালে দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পর থেকে বিজেপির কাজকর্মের মধ্য দিয়ে বারবার সংবিধানকে কার্যত উপেক্ষা করার একটা প্রবণতা নজরে পড়ে। আসলে বাধ্য হয়ে আজ বিজেপিকে বর্তমান সংবিধানকে মানতে হচ্ছে। কিন্তু সুযোগ পেলেই এই সংবিধানকে বদলে দিতে তাদের একটুও বাধবে না। মুখে যতই তারা ভোটের জন্য দলিতপ্রেম দেখাক না কেন, আসলে তারা সম্পূর্ণই মনুবাদে বিশ্বাসী। যে মনুবাদের মধ্যে দলিতদের প্রতি প্রেম বলে কিছু নেই। কেননা মনুসংহিতায় যেসব কথা বলা হয়েছে, আজ তার প্রাসঙ্গিকতা নেই। তার ছত্রে ছত্রে বিচ্ছিন্নতাবাদের কথা, ঘৃণার কথা উল্লেখিত হয়েছে। মনুসংহিতার সময়কাল অর্থাৎ আজ থেকে চার হাজার বছর আগেকার সমাজে এই ধরনের বিচ্ছিন্নতা প্রচলিত ছিল। দলিতদের প্রতি, মেয়েদের প্রতি, সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষের প্রতি ঘৃণা বর্ষিত হয়েছে। আজ কি সত্যিই এই আধুনিক সমাজে মনুবাদের মতো নিয়ম প্রযোজ্য হতে পারে? দু-একটা নমুনা তুলে ধরা যাক। যদি কোনও শূদ্র ব্যক্তি ব্রাহ্মণের সমালোচনা করে, তবে তার মুখে গরম তেল ঢেলে দিতে হবে। শূদ্ররা যদি উচ্চতর বর্ণের কাউকে আঘাত করে, তবে তার হাত কেটে ফেলতে হবে। কোনও ছোটজাত যদি উচ্চবর্ণের মানুষের সঙ্গে একাসনে বসতে চায়, তবে তার গায়ে ছ্যাঁকা দিয়ে তার পাপের শাস্তি দিতে হবে। দেখতে হবে, শূদ্রেরা যাতে কোনওভাবেই ধনী ব্যক্তি হতে না পারে। সেরকম হলে ব্রাহ্মণদের অস্তিত্বের সঙ্কট দেখা দিতে পারে। সেখানে নারীকে মনে করা হয়েছে নরকের দ্বার। মেয়েরা কখনও কোনও রকমের স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না। অবিশ্বাসী স্ত্রীর বিরুদ্ধে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া উচিত ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ছিল মনুর সংবিধান। আমাদের দেশের আশি শতাংশ মানুষ হিন্দু। এটা মোটেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই আশি শতাংশ হিন্দু বিজেপির সঙ্গে নেই। তাদের বাক্সে ভোটের সংখ্যা মাত্র ৩৭ শতাংশ। তার কারণ বিজেপির এই উগ্র হিন্দুত্বকে দেশের বেশিরভাগ হিন্দুই স্বীকার করেন না। মনে রাখা দরকার, আমাদের দেশের সাধারণতন্ত্র দিবস ৭৫ বছরের দিকে এগিয়ে চলেছে। গণতন্ত্রের এই প্রাপ্তি, এই অহঙ্কারকে সুযোগ পেলেই বিনষ্ট করার কৌশল চলছে। একেবারে প্রথম দিন থেকে হিন্দুত্ববাদীরা এই সংবিধানকে অবজ্ঞা করে এসেছে।

— তপনকুমার নাগ, টালিগঞ্জ, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
editorial@jagobangla.in

গেরুয়াপক্ষের বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস স্মরণ করুন

আজ ২৬শে জানুয়ারি

অদ্য সাধারণতন্ত্র দিবস। এই দিনটির তাৎপর্য, গরিমা এবং পরম্পরা নিয়ে বিশদ আলোচনা করলেন সাংসদ জহর সরকার

সাধারণতন্ত্র দিবস হিসেবে ২৬ জানুয়ারি দিনটির উদযাপন পরম্পরার শিকড় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নিহিত। ১৯২৯ পর্যন্ত গান্ধীজি-সহ কংগ্রেসের তাবড় নেতারা ব্রিটিশদের কাছ থেকে পূর্ণ স্বরাজ দাবি করা হবে কিনা তা নিয়ে সংশয়ান্বিত ছিলেন। মতিলাল নেহরু এবং কংগ্রেসের প্রবীণ নেতৃবর্গ ধাপে ধাপে এগনোর পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের দাবি ছিল 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' যাতে ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটা আলগা অংশ হিসেবে থেকে যায় অথচ যথেষ্ট স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা ভোগ করতে পারে। কংগ্রেসে অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতা যাঁরা তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু। এঁরা কিন্তু মতিলালের ভাবনার সঙ্গে সহমত পোষণ করলেন না। উল্টে তাঁরা ব্রিটিশ শাসন থেকে পূর্ণ স্বরাজ চাইলেন।

১৯২৭-এ ব্রিটিশ সরকার জন সাইমনের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করল। উদ্দেশ্য, ভারতে সাংবিধানিক পরিবর্তনের বিষয়ে পরামর্শ দেবে সেই কমিশন। সেই কমিশনকে বয়কট করল কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ। কারণ কমিশনের সব সদস্যই ইউরোপীয়। কমিশনে কোনও ভারতীয় প্রতিনিধি নেই। ১৯২৮-এ সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু হল। লাহোরে এরকম একটি বিক্ষোভ আন্দোলনের সময় পুলিশের প্রচণ্ড প্রহারে মারা গেলেন লালা লাজপত রায়। ব্রিটিশরা ভারতীয় সংবিধান সংক্রান্ত কোনও প্রতিবেদন ভারতীয়দের পেশ করতে দেবে না আর ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে তৈরি। এরই ফলশ্রুতি হল নেহরু রিপোর্ট। সেটি তৈরি হয়েছিল মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে আর তাতে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের দাবি করা হয়েছিল। জওহরলাল ওই রিপোর্ট

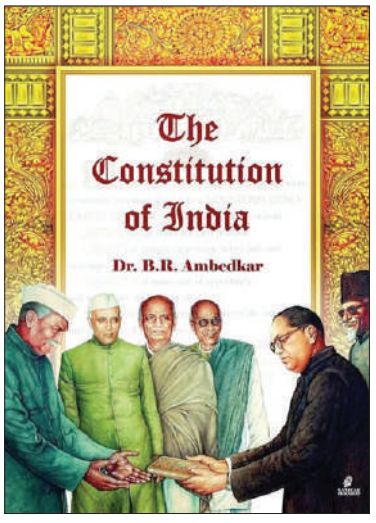

তৈরির কমিটিতে সেক্রেটারি ছিলেন। তিনিও কিন্তু ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস লাভের পক্ষপাতী ছিলেন না। ১৯২৭-এ কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে জওহরলাল শিবির পূর্ণ স্বরাজের দাবি যাতে কংগ্রেস তোলে সে-চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেনি। ১৯২৮-এর কলকাতা অধিবেশনে জওহরলাল এ ব্যাপারে কংগ্রেসকে রাজি করাবার বহু চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু গান্ধীজি রাজি হলেন না। পক্ষান্তরে, ভাইসরয় যখন গান্ধীজির মধ্যপন্থা মানতে চাইলেন না, উলটে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস চাপিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় রইলেন, ভারতীয়দের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দিল। সেই অসন্তোষের অভিমুখ পূর্ণ স্বরাজের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন মহাত্মা গান্ধী।

এভাবে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে সভাপতির পদে এলেন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সি জওহরলাল নেহরু। ১৯২৯-এর ডিসেম্বর মাসে লাহোর অধিবেশনে জওহরলাল পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব পাশ করাতে সমর্থ হলেন। ৩১ ডিসেম্বর লাহোরে ইরাবতী নদীর তীরে জওহরলাল নেহরু স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করলেন। তখনই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস পালনের আবেদন জানানো হল। ১৯৫০-এর ২৬ জানুয়ারি স্বাধীন ভারতের সংবিধান কার্যকর হল। ১৯২৯-এর পূর্ণস্বরাজের দাবি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি উজ্জ্বল পর্ব সূচিত করে। ২৬ জানুয়ারি, ১৯৩০ থেকে ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫০ পর্যন্ত কালপর্ব তিতিক্ষা আর সংগ্রামের লম্বা ইতিহাস। এই পর্বে হাজার হাজার লোক কারারুদ্ধ হয়েছেন, শয়ে শয়ে লোক শহিদ হয়েছেন। ১৯৫০-এর ২৬ জানুয়ারি দিনটিকে সাধারণতন্ত্র দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এই দশকগুলোতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) এবং হিন্দু মহাসভা বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা পালন করে। তারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেয়নি এবং প্রায়শই ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতা করে। যেমন, ২৬ জুলাই, ১৯৪২-এ বাংলার উপ মুখ্যমন্ত্রী তথা হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাংলার বড়লাট জন হারবার্টকে লিখলেন, কংগ্রেসের আগামী ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে দমন করতে হবে। জাতীয় আন্দোলনকে ধিক্কার জানিয়ে তিনি লিখলেন, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে যদি কেউ জনচেতনাকে আন্দোলিত করার পরিকল্পনা করে আর তার ফলে যদি অভ্যন্তরীণ অশান্তি কিংবা নিরাপত্তাহীনতার উদ্ভব হয় তবে সরকারের সেটিকে প্রতিহত করা উচিত। শ্যামাপ্রসাদ বড়লাটকে আরও লেখেন, 'আমি আপনাকে পুরো মাত্রায় সাহায্য করতে ইচ্ছুক।' এই নির্লজ্জ পরম্পরার সূচনা তখন থেকে যখন তাঁদের নেতা বিনায়ক দামোদর সাভারকর জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য ব্রিটিশদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভারতবিরোধী কাজে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

শেষ পর্যন্ত দেশ যখন স্বাধীনতা অর্জনে সমর্থ হল তখন আরএসএস আর হিন্দু মহাসভা গান্ধীজিকে দেশভাগের জন্য দায়ী করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। আর তাদের সমর্থক গান্ধীজিকে হত্যা করল। আরএসএসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। ১৮ মাসের জন্য ওই সংগঠন বেআইনি বলে ঘোষিত হল। তাদের নেতাদের ধরপাকড় শুরু হল। জুলাই, ১৯৪৯-এ যখন তাদের কারামুক্তি ঘটল তখন আরএসএসকে মনে হল যেন ধোয়া তুলসী পাতা। দু'বছর পর তাদের ডাকে সাড়া দিয়েই বিশ্বাসঘাতক শ্যামাপ্রসাদ নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করলেন। নাম হল 'জনসংঘ'। সেই দলই পরবর্তীকালে ভারতীয় জনতা পার্টি হয়েছে। তাই, ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবস পালনের পাশাপাশি যে গেরুয়াপন্থীরা আজ দেশ শাসন করছেন তাঁদের লজ্জাজনক ইতিহাসটাও স্মরণ করা উচিত।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্য

26 January, 2024 • Friday • Page 5 || Website - www.jagobangla.in

৫
২৬ জানুয়ারি ২০২৪
শুক্রবার

ধনধান্য অডিটোরিয়ামে খেলোয়াড়দের সঙ্গে বিভিন্ন মুডে মুখ্যমন্ত্রী

রেড রোডের কুচকাওয়াজে এবারের মূল ভাবনা বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য

প্রতিবেদন : বিজেপির সাম্প্রদায়িক বিভাজনের প্রচেষ্টার জবাব দিতে এ বছর রাজ্যের সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজের মূল ভাবনা 'বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য'। রেড রোডে শুক্রবার বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, এ বছরের সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' এই শীর্ষক একটি ট্যাবলো থাকছে। রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের ওই ট্যাবলোতে মন্দির, মসজিদ এবং গির্জার প্রতিকৃতি রাখা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের পথশ্রী-রাস্তাশ্রী প্রকল্পের আওতায় ২২ জেলায় ১২ হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হয়েছে। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের ট্যাবলোতে এই সাফল্যকে তুলে ধরা হবে। কলকাতা পুলিশের ট্যাবলোর বিষয়বস্তু 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ।' এছাড়া এপর্যন্ত রাজ্যের জিআই তকমা পাওয়া ২৭টি পণ্যকে এবছর রেড রোডের কুচকাওয়াজে তুলে ধরা হবে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, জয় জোহার, তফসিলি বন্ধু, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, কন্যাশ্রীর মতো প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্ল্যাকার্ড-সহ শোভাযাত্রায় শামিল হবেন। প্রতিবছরই ২৬ জানুয়ারি রেড রোডে কুচকাওয়াজের পর নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। গতবছর রেড রোডে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল দুর্গাপুজো নিয়ে বিশেষ ট্যাবলো। দিল্লিতেও সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে মাদুর্গা ও নারী শক্তির ক্ষমতায়ন শীর্ষক বাংলার ট্যাবলো

■ আজ সাধারণতন্ত্র দিবস। তার আগে বৃহস্পতিবার স্নিফার ডগ নিয়ে রেড রোডের অনুষ্ঠান স্থলের নিরাপত্তা খুঁটিয়ে দেখছেন নিরাপত্তা রক্ষীরা। — সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ সাধারণতন্ত্র দিবস

প্রদর্শিত হয়। একই সঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেও তুলে ধরা হয় প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে রেড রোডে। ছৌ নাচ, বাউল গান, জঙ্গলমহলের শিল্পীদের নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়। এবারেও থাকবে বৈচিত্র্যের স্বাদ। এদিকে সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রেড রোড-সহ গোটা শহরেই নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। রেড রোডে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছেন ২৫০০ পুলিশ কর্মী। ২২ জন ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদার অফিসার থাকছেন নিরাপত্তার দায়িত্বে। সঙ্গে থাকছেন ৪২ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদার অফিসার। এ ছাড়া বহু মানুষ এদিন কলকাতায় বেড়াতে আসেন। শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় যেমন ভিক্টোরিয়া, চিড়িয়াখানা, জাদুঘর-সহ বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সেসব জায়গায় নজরদারির জন্য ১৭টি জ়োন ভাগ করা হয়েছে, যার দায়িত্বে থাকছেন ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদার অফিসাররা। সঙ্গে সাহায্য করবেন ১২৫ জন ইন্সপেক্টর পদমর্যাদা অফিসার। দায়িত্বে থাকছেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার-২ শুভঙ্কর সিনহা সরকার।

জাতীয় ভোটার দিবসে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : ভোটাধিকার হল গণতান্ত্রিক অধিকার। প্রতিবছর ২৫ জানুয়ারি এক বিশেষ লক্ষ্যে পালিত হয় জাতীয় ভোটার দিবস। বৃহস্পতিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে দেশের যুব সম্প্রদায়ের কাছে ভোটাধিকারের তাৎপর্য তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লেখেন, আজ, এই জাতীয় ভোটার দিবসে, আমি ভারতের আমার সহ-নাগরিকদের কাছে তাঁদের নিজস্ব শক্তিতে উঠে দাঁড়াতে, দুর্বলতার প্রতিটি ধারণাকে প্রতিহত করতে, আমাদের বৈচিত্র্যময় জাতির আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য এবং সবকিছুর ঊর্ধ্বে মানবতাকে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করার আহ্বান জানাই। বহুত্ব ও মানবতা বর্জিত উন্নয়ন হল এমন একটি দুর্গ, যেখানে হাসিমুখ ছাড়া বসবাস করতে হয়। এদিকে জাতীয় ভোটার দিবসে স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরিতে পুরস্কার পেল উত্তর ২৪ পরগনা জেলা।

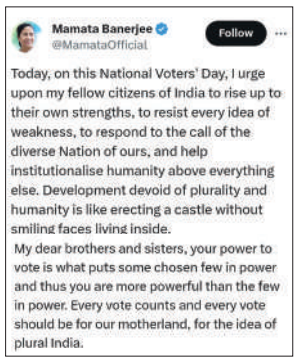

রাজ্য জুড়ে মহিলা তৃণমূলের ৩৪টি মিছিল

প্রতিবেদন : আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে দিল্লি থেকে বিজেপি সরকারকে হঠাতে হবে। এই লক্ষ্যে আগামী ৩০ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর প্রয়াণ দিবসে বাংলা জুড়ে মিছিলের ডাক দিল মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বৃহস্পতিবার এই ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, মহাত্মাজির প্রয়াণ দিবসে আমরা মিছিলের মাধ্যমে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাব। দলের প্রতিটি সাংগঠনিক জেলায় এই মিছিল হবে। মিছিলের নাম দেওয়া হয়েছে 'চলো পাল্টাই'। শহিদ দিবসে এই মিছিল থেকে আমাদের অঙ্গীকার, কেন্দ্রে যে সরকার আছে তাকে আমরা পাল্টাবই। বিভিন্ন সময়ে আমরা দেখেছি, দেশের শাসকদল বিজেপি মহিলাদের সম্মান করতে জানে না। বারবার মহিলাদের অপমান করছে তারা। তিন-তিনবার বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে বসিয়েছেন। তিনি দেশেরও একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও রাজ্য নেতৃত্বও যেভাবে তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদগার করে, তাঁর প্রতি কুরুচিকর মন্তব্য করে আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। সেদিন রাজ্য জুড়ে ৩৪টি মিছিল করব আমরা। সেই চলো পাল্টাই মিছিল থেকে এর বিরুদ্ধে সরব হবেন মহিলা তৃণমূলের কর্মীরা।

রাজ্য
26 January, 2024 • Friday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সরকারবাগান ফ্রেন্ডস ক্লাবের পুষ্প প্রদর্শনীতে রাজ্যসভার সাংসদ ডাঃ শান্তনু সেন ও অভিনেত্রী সংযুক্তা চক্রবর্তী

বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হল ১০ম কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেন্স ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। এদিন নন্দনে উৎসবের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অর্পিতা ঘোষ-সহ বিশিষ্টজনেরা। ডানদিকে, উৎসব চত্বরে এসে আড্ডায় মাতলেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও অরূপ বিশ্বাস। —শুভেন্দু চৌধুরী

নিয়োগ মামলা সরানো হল দুই বিচারপতিকে

প্রতিবেদন : ২০১৪ সালের প্রাইমারি টেট, ২০১৬ এবং ২০২০ সালের নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার আর শুনানি করতে পারবে না কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল জাজ বেঞ্চ। বৃহস্পতিবার অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ২০১৬ ও ২০২০ সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ মামলা এবার থেকে শুনবে ডিভিশন বেঞ্চ। এই সংক্রান্ত প্যানেল প্রকাশ করতে বলেছিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চ। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন আবেদনকারীরা। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়া এবং অভয় এস ওকার-এর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানায়, কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল জাজ বেঞ্চ এই মামলার আর শুনানি করতে পারবে না। এখন থেকে এই মামলা এবং এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি হবে ডিভিশন বেঞ্চে। মার্চ মাসে সুপ্রিম কোর্টে হবে পরবর্তী শুনানি। ততদিন পর্যন্ত এই সংক্রান্ত মামলা শুনতে পারবে না সিঙ্গল বেঞ্চ। আবেদনকারীদের পক্ষে এদিন সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করেন আইনজীবী পার্থপ্রতিম বর্মন।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ

মাধ্যমিকের সময় বদলে সায় নেই আদালতের

প্রতিবেদন : নতুন সময়েই হবে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক। অর্থাৎ ৯.৪৫ মিনিট থেকেই শুরু হবে পরীক্ষা। বৃহস্পতিবার নির্দেশ দিয়ে জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। শেষ মুহূর্তে পরীক্ষার সময় বদল করলে প্রশাসনিক ক্ষেত্র-সহ আরও নানা বিষয়ে সমস্যা তৈরি হতে পারে। তাই সময় বদলে সাঁই দিল না হাইকোর্ট। বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু জানিয়েছেন, বেশ কয়েকটি বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে রাজ্যের মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে। প্রতিটি মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী যাতে যথাসময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছতে পারে সে বিষয়ে রাজ্যকে নিশ্চিত করতে হবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিবহণ ব্যবস্থা সচল রাখতে হবে। রাস্তায় পরীক্ষার্থীরা কোনওভাবে অসুবিধায় পড়লে যাতে যথাসময়ে তাদের পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে যেতে পারে সেই বিষয়ে প্রতিটি থানায় এলাকায় মাইকিং চালাতে হবে। পরীক্ষার্থীরা কোনও সমস্যায় পড়লে তাদের পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে পুলিশ প্রশাসনকে। পর্ষদকে একাধিক হেল্পলাইন চালু করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পরীক্ষার্থীরা কোনও সমস্যায় পড়লে হেল্পলাইন নম্বর ছাড়াও যাতে স্থানীয়ভাবে কোথাও যোগাযোগ করে সমস্যার সমাধান করতে পারে, সে বিষয়ে নিশ্চিত করতে হবে পর্ষদকে। আদালত নির্দেশ দিয়ে আরও জানিয়েছে, পরীক্ষা কেন্দ্রে কোনও পরীক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়লে বা পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথেও যদি সে অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে। এই পদক্ষেপগুলি কতটা সদর্থক ভাবে নেওয়া হল তার বিস্তারিত রিপোর্ট আগামী ৩১ জানুয়ারি আদালতকে জমা দেবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।

পুরস্কৃত হল উত্তর ২৪ পরগনা

বারাসতের মহকুমা শাসক সোমা সাউকে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বিবেদী।

ব্যুরো রিপোর্ট : জাতীয় ভোটার দিবসে স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরিতে পুরস্কার পেল উত্তর ২৪ পরগনা জেলা। ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন, বিয়োজন ও স্থানান্তর সুষ্ঠুভাবে করার জন্যই উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসকের ঝুলিতে এই পুরস্কার এসেছে। বৃহস্পতিবার সকালে ভোটারদের সচেতন করতে ও তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগকে সুনিশ্চিত করতে সুসজ্জিত ট্যাবলোতে প্রচার করা হয়। পরে জেলাশাসকের দফতরের কনফারেন্স রুমে একটি কর্মসূচিও পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে জেলাশাসক-সহ এডিএম (ডি), এডিএম (জি), এডিএম(পি), বারাসতের মহকুমা শাসক ও বিভিন্ন আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যের প্রত্যেক জেলাতেই পালন করা হয় ভোটার দিবস।

দায়ী অধীর চৌধুরী, জোটধর্ম পালন করেনি কংগ্রেস, তোপ দাগল তৃণমূল

প্রতিবেদন : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলায় বিজেপিকে হারিয়ে তৃতীয়বারের জন্য সরকার গড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস, এটা কি কংগ্রেস জানে না? এমনই প্রশ্ন তুললেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। বাংলায় রাহুল গান্ধীর কর্মসূচি নিয়েও বিস্ময় প্রকাশ করেন কুণাল। তাঁর কথায়, এ রাজ্যে কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি হচ্ছে সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানানোর সৌজন্যটুকু বোধ করেনি কংগ্রেস। জোটধর্ম পালন করেনি। ফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জোট নিয়ে যা বলার বলেছেন। বাংলায় তৃণমূল একা লড়ার জন্য তৈরি আছে। দিল্লির নীরবতার সুযোগ নিয়ে এ-রাজ্যের কংগ্রেসের যাঁরা লাগাতার তৃণমূলকে আক্রমণ করে যাচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গে নতুন করে সৌজন্যবোধ দেখানোর কোনও দরকার নেই। অধীরকে একহাত নিয়েছেন সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনও। এদিন তিনি বলেন, কংগ্রেসের সঙ্গে জোট না হওয়ার জন্য একমাত্র দায়ী অধীর। গত দু' বছর ধরে অধীর শুধুই বিজেপির ভাষা বলে গিয়েছেন। তাঁকে দিল্লির দু'জন যে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি তাই করেছেন। ডেরেকের সংযোজন আমরা পাতা উল্টে ফেলেছি। বাংলায় কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের কোনও প্রশ্ন নেই। এখানে ব্যাক চ্যানেলের প্রশ্ন উঠছে না।

তৃণমূল আর এক সাংসদ ডাঃ শান্তনু সেন বলেন, ইন্ডিয়া জোটের নামকরণ করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের একমাত্র লক্ষ্য বিজেপিমুক্ত ভারত গড়া। এ রাজ্যের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরি ও দীপা দাশমুন্সি যেভাবে তৃণমূল কংগ্রেস ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধারাবাহিকভাবে কদর্য ভাষায় আক্রমণ করেছেন তা একেবারে অসহনীয়। তৃণমূল বিরোধিতা ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিষোদগার অধীরের দৈনন্দিন অভ্যাস। বিজেপির কোনও নেতার বিরুদ্ধে তাঁকে কোনও কথা বলতে শোনা যায় না। বাংলার বঞ্চনা নিয়েও কোনওদিন সোচ্চার হতে দেখা যায়নি।

অধীর চৌধুরী বিজেপির সুরে কথা বলছেন বলে অভিযোগ করেন কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, তৃণমূলের কোনও নেতৃত্ব বা মুখপাত্র একদিনের জন্যও দিল্লির কংগ্রেসের নেতা-নেত্রীদের সম্পর্কে অসম্মানজনক কথা বলেননি। কিন্তু অধীর চৌধুরী ক্রমাগত তৃণমূলকে আক্রমণ করে গিয়েছেন। যখন সেন্ট্রাল এজেন্সিকে দিয়ে বিজেপি তৃণমূলের বিরুদ্ধে চক্রান্ত চালাচ্ছে, তখনও অধীর চৌধুরী লাফালাফি করছেন। কংগ্রেসের দুই মুখ। দিল্লিতে একরকম, বাংলায় আরেক একরকম। অধীর চৌধুরী ক্রমাগত বিজেপির দালালি করে যাচ্ছেন। ধৈর্যের একটা সীমা আছে। দিল্লি নেতৃত্ব তখন থামায়নি, এখন ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমেছেন। অনেক সৌজন্য দেখানো হয়েছে, আর নয়। কুণাল জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেস এই ইন্ডিয়া জোটকে অনেক শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন। যৌথ কর্মসূচির জন্য প্রথম দিন থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু পরামর্শ দিয়ে এসেছেন। কিন্তু কংগ্রেস তা নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করেনি বরং পশ্চিমবঙ্গে তাঁরা কর্মসূচি করতে আসছেন সেটিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানানোর প্রয়োজন মনে করেননি।

কাটল জট, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে শুরু হল মন্দিরের অ্যাপ্রোচ রোডের কাজ

সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা : অবশেষে কাটল জট। জেলা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামীর উদ্যোগে তৈরি হল অ্যাপ্রোচ রোড তৈরির কাজ। বৃহস্পতিবার যাগ-যজ্ঞ এবং ভূমিপুজো করে বাদুড়িয়া হরিনাম সেবা সমিতির নতুন রাধাগোবিন্দ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কাজ শুরু হল। এই উদ্যোগে স্বাভাবিকভাবেই খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা। লক্ষ্মীনাথপুর কাটাখাল ব্রিজের ওপর রোডে জমি নিয়ে দীর্ঘদিনের সমস্যা ছিল। মধ্যমগ্রামের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নারায়ণ গোস্বামীকে ওই জমির সমস্যা সমাধানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশমতোই শুরু হল কাজ। বাদুড়িয়াকে ইছামতী নদী দুই ভাগে ভাগ করেছে। সেক্ষেত্রে সংগ্রামপুর ব্রিজ ও তেঁতুলিয়া ব্রিজ দিয়ে যাতায়াত করলে প্রায় ২০-২৫ কিলোমিটার ঘুরে যাতায়াত করতে হত বাদুড়িয়ার দুই পাড়ের মানুষদের। এদিন নারায়ণ গোস্বামী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আমি সেই নির্দেশ পালন করেছি মাত্র। বাদুড়িয়া হাট এলাকায় জমি কিনে মন্দির তৈরির কাজ শুরু করেছে। তাদের সবরকমের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছি। আমার এক মাসের বিধায়ক ভাতা সহ ব্যক্তিগত ভাবে আরও আর্থিক সাহায্য করব বলে আশ্বাস দিয়েছি। এছাড়াও জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে ভক্তদের জন্য শৌচাগার করে দেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেন নারায়ণ গোস্বামী।

বাদুড়িয়ায় রাধাগোবিন্দ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে জেলা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী।

আজও শহরে মেঘলা আকাশ

প্রতিবেদন : জাঁকিয়ে শীত পড়তেই বাড়ছে জ্বর, সর্দিকাশির মতো সমস্যা। বুধবার সকাল থেকেও ছিল দিনভর মেঘলা আকাশ, হাড়হিম উত্তুরে হাওয়া। তাপমাত্রা থাকবে ১৪ ডিগ্রির আশপাশে। বৃহস্পতিবার সকালেও ছিল আকাশ মেঘলা। তবে বৃষ্টির তেমন খবর নেই। আগামী দু'দিন আবহাওয়া এরকমই থাকবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। বৃষ্টি না হলেও মেঘ ও কুয়াশার দাপট চলবে। শনিবার থেকে আকাশ পরিষ্কার হতে পারে।

নিখোঁজের দেহ উদ্ধার পুলিশের

প্রতিবেদন : ভাঙড়ের খাল থেকে পুলিশ উদ্ধার করল নিখোঁজ এক তৃণমূল কর্মীর দেহ। মৃত তৃণমূল কর্মীর নাম সাবিরুল মোল্লা। বাড়ি চন্দনেশ্বর থানা এলাকার বাজাআইট গ্রামে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে পাগলাহাট এলাকায় একটি খালে দেহ ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেন স্থানীয়রা। চন্দনেশ্বর থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশ সূত্রে খবর, বাজাআইট এলাকার সক্রিয় তৃণমূল কর্মী ছিলেন সাবিরুল। যুব তৃণমূল কংগ্রেস করতেন তিনি। পরিবারের সদস্যরাও সক্রিয়ভাবে তৃণমূল করেন। গত দু'দিন তাঁকে পাওয়া যাচ্ছিল না। দেহটি শনাক্ত করার জন্য পরিবারকে খবর দেয় পুলিশ। পরিবারের সদস্যরা শনাক্ত করেন তাঁকে। তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল বৃদ্ধার

প্রতিবেদন : রুম হিটার জ্বালাতে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। বেহালার নফরচন্দ্র দাস রোডের ঘটনা। মৃতার নাম পূর্ণিমা দে (৮২)। গভীর রাতে বৃদ্ধার চিৎকার শুনে তাঁর ঘরে ছুটে যান পরিবারের সদস্যরা। দরজা খুলে দেখেন আগুনে ঝলসে গিয়েছেন তিনি। তড়িঘড়ি উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই মৃত্যু হয় বৃদ্ধার। জানা গিয়েছে, প্রতিদিন রুম হিটার চালিয়ে ঘুমোতেন পূর্ণিমা। পুলিশের অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বুধবার গভীর রাতে তোতাপাড়া এলাকায় ব্যাপক তাণ্ডব চালাল, দাঁতাল হাতি। রাত আনুমানিক তিনটে নাগাদ পার্শ্ববর্তী তোতাপাড়া জঙ্গল থেকে একটি হাতি বেরিয়ে আসে। এরপরে ওই এলাকার একটি কলাবাগানে ঢুকে তছনছ করে

খাদি মেলার উদ্বোধন

তালতলায় রাজ্যস্তরের খাদি মেলা ২০২৩-২০২৪-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সাংসদ মালা রায়, বিধায়ক দেবাশিস কুমার, কল্লোল খাঁ, পুর প্রতিনিধি মৌসুমী দাস প্রমুখ।

বইমেলায় বৃক্ষরোপণ

■ বই প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজন হয় প্রচুর পরিমাণে কাগজের। আর এই কাগজ আসে গাছ থেকে। এই বিষয়টি মাথায় রেখেই কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় হল বৃক্ষরোপণ। বৃহস্পতিবার এই কর্মসূচিতে ছিলেন বিধাননগর পুরসভার মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী, গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক সুধাংশুশেখর দে, গিল্ড সভাপতি ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

সোনার বিস্কুট-সহ ধৃত

■ ৫ কোটি টাকার সোনার বিস্কুট-সহ গ্রেফতার ৫ জন। বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দফতর অভিযানে নামে। তারা জানতে পারে বাংলাদেশ থেকে কোচবিহার হয়ে কলকাতার বড়বাজারে কয়েক কোটি টাকার সোনা পাচার হবে। দুটি দলে ভাগ হয়ে গোয়েন্দারা অভিযানে নামে। পুনদিবাড়ি ও ফালাকাটার মাঝে একটি বেসরকারি বাস থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদের পর আরও দু'জন গ্রেফতার হয়।

ভস্মীভূত কারখানা

■ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত তুলোর কারখানা। কালিয়াচকের বালিয়াডাঙা আনসারি পাড়া এলাকার ঘটনা। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ পাঁচ লক্ষাধিক টাকা। আনসারি পাড়ায় আমবাগানের মধ্যে একটি তুলো তৈরির কারখানা চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। বৃহস্পতিবার সকালে ওই কারখানায় তিনজন শ্রমিক কাজ করছিলেন। তখনই আগুন লাগে।

দুই যুবতীর বিয়ে

■ দুই যুবতীর বিয়ে ঘিরে শোরগোল পড়েছে মালদহে। পপি মণ্ডল নামে এক যুবতী বিয়ে করলেন প্রতিমা বিশ্বাস নামে এক যুবতীকে। এই দুজন সাবালিকা। গল্প হলেও সত্যি। মালদহের ইংরেজবাজার শহরের মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন হ্যান্টা কালীবাড়ি মন্দিরে দুই যুবতী ভালবাসার টানে একে অপরকে মালা পরিয়ে সিঁদুর দান করে বিয়ে করেন। আর এই ঘটনার সাক্ষী হিসেবে এলাকায় অসংখ্য মানুষ ভিড় জমান।

বকেয়া আদায়ের ব্যবস্থা পরিবহণ দফতরের

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : বকেয়া আদায়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে প্রচারে নামল পরিবহণ দফতর। গত ৩১ ডিসেম্বর কমার্শিয়াল এবং নন কমার্শিয়াল গাড়ি মিলিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় প্রায় ৮-১০ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। যে বকেয়া টাকা আদায়ে জরিমানা মকুবের পাশাপাশি একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে আঞ্চলিক পরিবহণ দফতর। গাড়ির বকেয়া করের টাকা, সিএফ সার্টিফিকেট ও পারমিট পুনর্নবীকরণের করার জন্য ফাইন মকুব বিষয়ক নানাবিধ প্রচার ফ্লেক্স লাগানোর পাশাপাশি, বিভিন্ন

গাড়িতে স্টিকার লাগাচ্ছেন পরিবহণ দফতরের কর্মীরা।

গাড়ির সংগঠনগুলির সঙ্গে মিটিং করা, অডিও মাধ্যমে ৮টি ব্লকে প্রচার, স্টিকার মাধ্যমে প্রচার চালানোর পাশাপাশি বকেয়া টাকা আদায়ে কল সেন্টার খুলে ফোন করা, এসএমএস পাঠানো এবং নোটিশ পাঠানো শুরু করেছে পরিবহণ দফতর। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার আরটিও সুজয় সাধু জানিয়েছেন, ৩১ জানুয়ারির মধ্যে করে নেয় তাহলে ফাইন একশো শতাংশ মকুব করে দেওয়া হবে এবং সিএফ সার্টিফিকেট ও পারমিট পুনর্নবীকরণ ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে করলে ৮০ শতাংশ ফাইন মকুব করা হবে।

পাহাড়ের হাতছানি, হাহাকার টিকিটের

প্রতিবেদন : শীতের মরশুমে উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স, দার্জিলিং ও সিকিম ঘুরতে যাওয়ার আগ্রহ তুঙ্গে। ভ্রমণ পিপাসু বাঙালি পাহাড়ের নৈসর্গিক আনন্দ চেটেপুটে উপভোগ করতে এই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় পাড়ি দিচ্ছেন। উত্তরবঙ্গগামী বিভিন্ন ট্রেনের টিকিটও প্রায় সবই শেষ। এমনকী দোলের সময়েও উত্তরবঙ্গগামী বিভিন্ন ট্রেনের টিকিটও এখনই কেটে নিয়েছেন। বিশেষত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য যাঁরা এখন ইচ্ছে থাকলেও ঘুরতে যেতে পারছেন না, তাঁরা দোলের সময় ঘুরতে যাওয়ার টিকিট এখনই কেটে নিয়েছেন। আর ঘোরার তালিকায় ওপরের দিকে জায়গা করে নিয়েছে ডুয়ার্স, দার্জিলিং ও সিকিমের বিভিন্ন জায়গা। এছাড়াও অনেকে উত্তরবঙ্গের সিটং, তিনচুলের মতো অফবিট জায়গাগুলিও ঘোরার তালিকায় রেখেছেন। রেল সূত্রে খবর, দার্জিলিং মেল, উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস, পদাতিক এক্সপ্রেস, কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস, বন্দে ভারত সহ বিভিন্ন উত্তরগামী ট্রেনের টিকিট

সবই প্রায় বুকিং হয়ে গেছে। ট্রেনে বুকিং না পেয়ে অনেকেই কলকাতা থেকে বাসে শিলিগুড়ি হয়ে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যাচ্ছেন। এই কারণে রাজ্য পরিবহণ দফতর কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত আরও অতিরিক্ত বাস চালাচ্ছে। শুধু ট্রেনই নয়, ডুয়ার্স, দার্জিলিং সহ বিভিন্ন এলাকার সরকারি লজ, হোটেল ও হোম-স্টেগুলির অধিকাংশই পুরো বুকিং হয়ে রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে জরুরি বৈঠক

প্রতিবেদন : বুধবার পূর্ব বর্ধমান থেকে সড়কপথে কলকাতা ফেরার পথে আচমকা দুর্ঘটনায় আহত হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই বৃহস্পতিবার রাজ্যের সব পুলিশ সুপার ও কমিশনারদের নিয়ে জরুরি বৈঠক ডাকেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। ভবিষ্যতে এধরনের কোনও ঘটনার সম্ভাবনাও যাতে না আর তৈরি হয়, বৈঠকে দেওয়া হয় সেই সতর্কবার্তা। বুধবারের ঘটনা নিয়ে তদন্তের পর আদৌ নিরাপত্তায় কোনও গাফিলতি, না সমন্বয়ের অভাব— তা নিয়ে পর্যালোচনা হয় এই বৈঠকে। লোকসভা নির্বাচনের আগে একাধিক জেলা সফরে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই আগে থেকেই সতর্ক রাজ্য পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফর শুরু হওয়ার আগেই কীভাবে পুলিশের মধ্যে সমন্বয় তৈরি হবে, পুলিশ প্রোটোকলে কোনও পরিবর্তন হবে কি না— তা নিয়ে আলোচনা হয় বৈঠকে। রাজ্যের সব পুলিশ সুপার ও কমিশনারদের পাশাপাশি বৈঠকে যোগ দেন ট্রাফিকের দায়িত্বে থাকা পুলিশ আধিকারিকরাও। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর সিকিউরিটি ডিরেক্টর। পাশাপাশি বৈঠকে ছিলেন এডিজি আইনশৃঙ্খলা জাভেদ শামিম।

৬ মাস পরে মাটি খুঁড়ে দেহ উদ্ধার গৃহবধূর

সংবাদদাতা, বারাসত : ৬ মাস পরে মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করা হল নিখোঁজ গৃহবধূর পচাগলা দেহ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের ধারণা, সম্পর্কের টানাপোড়েনের পরিণতিতে খুন হয়েছেন বাদুড়িয়ার ওই গৃহবধূ। এই ঘটনায় বাকিবিল্লা মণ্ডল ও তার বোন তারাবানু বিবিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বর্তমানে দু'জনই আদালতের নির্দেশে পুলিশি হেফাজতে রয়েছে। রহিমার বাড়ি বনগাঁর গোপালনগরে। তাঁকে খুঁজে না পেয়ে গোপালনগর থানায় অভিযোগ জানায় পরিবার। অভিযোগ দায়ের করা হয় বাকিবিল্লা ও তার বোন তারাবানু বিবির বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত নেমে বাকিবিল্লা ও তারাবানুকে জেরা করে জানতে পারে ৬ থেকে ৭ মাস আগে বসিরহাটের বাদুড়িয়ার ঈশ্বরীগাছায় তারাবানুর শ্বশুরবাড়িতে রহিমাকে গলায় ফাঁস দিয়ে মেরে রান্না ঘরে মাটিতে পুঁতে দিয়েছে তারা। এরপর পুলিশ বাকিবিল্লা ও তার বোন তারাবানুকে গ্রেফতার করে। বৃহস্পতিবার দুপুরে মাটি খুঁড়ে দেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

বাংলায় সিপিএম অপ্রাসঙ্গিক, ধিক্কার সভায় বললেন মন্ত্রী অরূপ

সংবাদদাতা, হাওড়া : অস্তিত্ব-সংকট থেকে সিপিএম যে আর কোনওদিনই মুক্তি পাবে না তা এদিন স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন মন্ত্রী অরূপ রায়। তাঁর কথায়, বাংলায় সিপিএম এখন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। ওরাই রাজ্যে সাদা থান পাঠানোর রাজনীতি প্রথম শুরু করেছিল। তার ফল সিপিএম হাতেনাতে পেয়েছে। বাংলায় সিপিএম শূন্যে চলে গেছে। এবারের লোকসভা ভোটেও সিপিএম রাজ্যে শূন্যই থাকবে। বৃহস্পতিবার বিকেলে বালি পুরসভার সামনে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের এক ধিক্কার সভায় একথা বলেন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন মন্ত্রী অরূপ রায়। ২০১০ সালের ২৫ জানুয়ারি যুব তৃণমূলের 'বালি পুরসভা চলো' কর্মসূচিতে সিপিএম আশ্রিত সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা হামলা চালায়। আক্রান্ত হন হাওড়া জেলা তৃণমূলের নেতা অরূপ রায়, রাজা সেন সহ আরও অনেকে। সেই ঘটনার প্রতিবাদে

এদিন বালি পুরসভা অফিসের সামনে যুব তৃণমূলের ধিক্কার সভা হয়। সভায় মন্ত্রী অরূপ রায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা(সদর) যুব তৃণমূলের সভাপতি কৈলাস মিশ্র, প্রাক্তন কাউন্সিলর পল্টু বণিক, তফজিল আহমেদ, রিয়াজ আহমেদ, প্রবীর রায়চৌধুরী সহ আরও অনেকে। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী অরূপ রায় মন্তব্য করেন, সিপিএম তার কৃতকর্মের ফল হাতেনাতে পেয়ে গেছে। বাংলার মাটি থকে কার্যত মুছে গেছে সিপিএম। বিধানসভায় সিপিএম এখন শূন্য। বাংলার মানুষ ওদের যোগ্য জবাব দিয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেস বদলা নয়, বদল চেয়েছিল। সেটাই হয়েছে। বাংলায় বাম-রাম এক হয়ে ফের অশান্তি ছড়াতে চাইছে। বাংলার মানুষ এবারও ওদের উপযুক্ত জবাব দিয়ে দেবেন। ধিক্কার সভায় তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকদের ভিড় উপচে পড়েছিল। যুব তৃণমূলের হাওড়া সদরের সভাপতি কৈলাস মিশ্র বলেন, সিপিএম এই রাজ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ওরা যেভাবে সন্ত্রাসের রাজনীতি করত তাতে মানুষই ওদের যথাযথ শাস্তি দিয়েছে।

আমার বাংলা
26 January, 2024 • Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

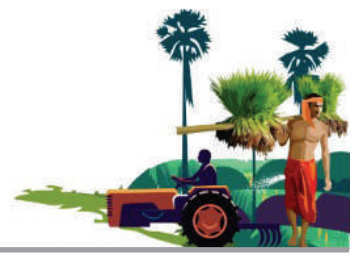

প্রাণিসম্পদ বিকাশ সপ্তাহ

■ প্রাণিসম্পদ বিকাশ সপ্তাহের অনুষ্ঠান হল বৃহস্পতিবার। গোয়ালপোখর-২ উন্নয়ন সমষ্টি দফতরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী গুলাম রব্বানী। জেলা প্রাণিসম্পদ বিকাশের উদ্যোগে এদিন নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

আত্মসমর্পণের নির্দেশ

■ আগামী ১৫ দিনের মধ্যে কোচবিহার নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং পুলিশকে সবরকম ভাবে সহযোগিতা করতে হবে। অমিত শাহর ডেপুটি নিশিথ প্রামাণিকের আবেদনের ভিত্তিতে এই শর্তে আগাম জামিন মঞ্জুর করল কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ। ২০১৮ সালে কোচবিহারের দিনহাটায় গুলি চালানোর একটি ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের বিরুদ্ধে নিম্ন আদালত গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে।

দুর্ঘটনায় মৃত ১

■ সিমেন্ট বোঝাই ভ্যানকে ওভারটেক করতে গিয়ে লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ ভুটভুটি ভ্যানের। যার জেরে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল ভুটভুটি চালকের। বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে গাজোলের তুলসীডাঙা এলাকার ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সুধন বর্মন (২৮)। বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন থানা এলাকার ছিড়ায় কুড়ি গ্রামে। দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দুটি গাড়ির চালকদের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি।

খো খো খেলায় স্থান

■ রাজ্য বাংলা অনূর্ধ্ব-১৪ খো খো দলে জায়গা করে নিল কালিয়াগঞ্জ ডালিমগাঁও হাইস্কুলের পাঁচ ছাত্রছাত্রী। রাঁচিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় বাংলার বালক ও বালিকা দলে খেলায় সুযোগ পেল উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জের ডালিমগাঁও হাইস্কুলের তিনজন ছাত্র, ২ জন ছাত্রী। ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে ৩১ জানুয়ারি থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় বিদ্যালয় ক্রীড়ার অধীনে অনূর্ধ্ব-১৪ খো খো প্রতিযোগিতা। ডালিমগাঁও হাইস্কুলের পড়ুয়া মধুসূদন রায়, রাজ দেবশর্মা ও ধীরাজ বর্মণ, তামান্না ইয়াসমিন ও চন্দনা রায় বাংলা দলে জায়গা করে নিয়েছেন।

২৯ জানুয়ারি প্রশাসনিক সভাকে ঘিরে কড়া নিরাপত্তা রাসমেলা মাঠে

মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থলের প্রস্তুতি তুঙ্গে

সংবাদদাতা, কোচবিহার : ২৯ জানুয়ারি সোমবার কোচবিহারে প্রশাসনিক সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোচবিহার রাসমেলা মাঠে হবে সভা এবং সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান। গোটা কোচবিহারবাসী অপেক্ষায় রয়েছেন দিনটির। কারণ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানেই উন্নয়নের ঘোষণা। মানুষের জন্য আরও নতুন ভাবনা। সভাস্থলেও জোরকদমে চলছে প্রস্তুতি। বৃহস্পতিবার সন্ধেয় এই মর্মে হয় একটি প্রস্তুতি বৈঠকও। ছিলেন কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা, সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য প্রমুখ। জেলাশাসক জানিয়েছেন, কোনদিকে মঞ্চ বাঁধা হবে, কীভাবে উপস্থিত সকলের বসার আয়োজন করা হবে সেসবই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যেহেতু কোচবিহারে প্রচন্ড ঠান্ডা তাই উপস্থিত মানুষের জন্য বসার জায়গা ঠিক কীভাবে করা যাবে সে বিষয়টিও দেখা হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় জানান, মুখ্যমন্ত্রী কোচবিহারে আসবেন শুনে সকলেই উচ্ছ্বসিত। ব্যাপক ভিড় হবে সরকারি অনুষ্ঠান মঞ্চে। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত কোচবিহারের বাসিন্দারা। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সহ সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফরের কথা ছড়িয়ে পড়েছে। প্রচুর সংখ্যায় দলের কর্মী ও সাধারণ মানুষ ভিড় করবেন এই অনুষ্ঠানে।

রাসমেলা মাঠে চলছে নিরাপত্তা নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠক।

সমস্যা সমাধানের ট্যাবলো ঘুরল প্রত্যন্ত এলাকার হাটে

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে সমস্যা সমাধানে জনসংযোগ কর্মসূচি। বৃহস্পতিবার কালিয়াগঞ্জের প্রত্যন্ত এলাকার হাটে ঘুরল সমাধানের ট্যাবলো। প্রত্যেক ব্লক ও মিউনিসিপ্যালিটিতে ২০ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে এই শিবির। চলবে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। শিবিরে সব পরিষেবার ফর্ম পাওয়া যাবে। এই ফর্ম পূরণ করলে পরিষেবা পৌঁছে যাবে সাধারণ মানুষের কাছে। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে জনসংযোগে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে এলসিডি ট্যাবলো ভ্যান। এর মাধ্যমে ছবি ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের বার্তা সরাসরি পৌঁছে যাচ্ছে মানুষের কাছে। রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ সহ জেলার বিভিন্ন ব্লকে প্রত্যন্ত এলাকায় হাটে বাজারে মানুষকে রাজ্য সরকারের প্রকল্পের বিষয়ে অবগত করা হয়। কীভাবে ফর্ম ফিল আপ করবেন সকলে, কীভাবেই বা পরিষেবা পাবেন সে-বিষয়ে থাকছে বিস্তারিত তথ্য।

সাধারণতন্ত্র দিবসে নিরাপত্তা

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে প্রশাসনের তরফে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আজ, শুক্রবার পতাকা উত্তোলন, কুচকাওয়াজ, মার্চপাস্টের পাশাপাশি দেশাত্মবোধক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে এখানে। সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, সে-বিষয়ে তৎপর প্রশাসন। বৃহস্পতিবার মাঠের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন পুলিশ আধিকারিকেরা। উত্তর দিনাজপুর জুড়ে পুলিশের টহল চলছে। পুলিশ কুকুর নিয়ে চারপাশ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সীমান্ত সমস্যা নিয়ে বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক

সংবাদদাতা, কোচবিহার : সীমান্তে বিএসএফের অত্যাচার, কৃষকদের বাধা। এবার এনিয়ে বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করলেন জেলাশাসক। বৃহস্পতিবার ল্যান্সডাউন হলে কোচবিহার জেলাশাসকের উপস্থিতিতে বিএসএফ কর্তাদের নিয়ে মিটিং হয়। ছিলেন কোচবিহারের বিভিন্ন সীমান্ত গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রায় ঘণ্টাখানেক মিটিং শেষে কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা জানান, বিএসএফ সংক্রান্ত কিছু বিষয় ছিল। কিছুদিন আগে জেলা প্রশাসনকে অভিযোগ জানিয়েছিল গ্রামবাসীরা। জনসংযোগ ক্যাম্পে গেলেও স্থানীয়রা অভিযোগ জানিয়েছিলেন। সেজন্য সমস্যা মেটাতে বিএসএফের ডিআইজি কমান্ড্যান্টদের নিয়ে বৈঠক হয়েছে। বিএসএফ আধিকারিকদের আবেদন জানানো হয়েছে সীমান্ত গ্রামে যাতে কোনও সমস্যা না হয়। খুব ভাল আলোচনা হয়েছে। গ্রামবাসীদের কী কী সমস্যা হচ্ছে তা নোট করা হয়েছে। আগামী দিনেও প্রয়োজন বুঝে এই ধরনের যৌথ মিটিং করা হবে। এদিনের এই বৈঠকে বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া বিভিন্ন গ্রাম থেকে বাসিন্দারা এসেছিলেন। শীতলকুচি গ্রামের সোভাহান আলি বলেন, তাঁর জমি রয়েছে কাঁটাতারের পাশে। ওপারে বাংলাদেশের হাতিবান্ধা গ্রাম। বিএসএফ জমিতে চাষ করতে বাধা দেয়। বিএসএফের বাধায় দু'বেলা কৃষিকাজ করে দিন গুজরান বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এধরনের অভিযোগের কথা প্রশাসনের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এদিনের বৈঠকে বিএসএফকে অভিযোগ জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। উল্লেখ্য, সীমান্ত এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে চলছে বিএসএফের অত্যাচার। পাচারকারী তকমা দিয়ে নির্বিচারে নিরীহ গ্রামবাসীদের হত্যার ঘটনাও উঠে এসেছে। জানার পরেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক কোনও পদক্ষেপ করেনি। বরং দিনের পর দিন এই সীমাহীন অত্যাচার বেড়েই চলেছে। কোচবিহার সীমান্তে এই অত্যাচারের সংখ্যা সবথেকে বেশি। এ-কারণেই এবার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করা হল।

কৃতী পড়ুয়ার মায়েদের সংবর্ধনা দিল সরকারি স্কুল

প্রতিবেদন : সন্তানের সাফল্যের নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে মায়েদের। সন্তানকে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে বহু আত্মত্যাগও করেন মায়েরা। সেই মায়েদেরই এবার সংবর্ধনা দিল সরকারি স্কুল। কৃতী সন্তানদের পাশে দাঁড়িয়েই ফুলের তোড়া, স্মারক নিলেন তাঁরা। সুন্দর মুহূর্তের সাক্ষী থাকল আলিপুরদুয়ার। আলিপুরদুয়ারের প্রান্তিক জলদাপাড়ার লাল্টুরাম হাইস্কুলের এই উদ্যোগে খুশি মায়েরাও। প্রধান শিক্ষক প্রাণতোষ পাল বলেন, পড়ুয়াদের পড়াশোনায় ভাল হওয়ার প্রতি শিক্ষকদের পাশাপাশি অভিভাবকদের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। আর সেক্ষেত্রে হয়তো মায়েদের অবদানটাই বেশি। তাই মায়েদের আরও বেশি উৎসাহ জোগাতে গতবারের চালু হওয়া অনুষ্ঠান এবারও করা হল। উল্লেখ্য, এলাকায় এলাকায় অবস্থিত লাল্টুরাম হাই স্কুল এক অনন্য নজির তৈরি করেছে রাজ্যে। স্কুল শিক্ষক ও অভিভাবকদের নিরলস প্রচেষ্টা, এক সময়ের নিরক্ষর অভিভাবকদের সন্তানদের আজ সুশিক্ষিত করে তুলছে। আর শিক্ষক ও অভিভাবকদের এই প্রচেষ্টায় সওয়ার হয়ে গত বছর উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে তফসিলি উপজাতির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই স্কুলের ছাত্র সুজন কার্জি নবম স্থান অধিকার করেছিল। যার মধ্যে দিয়ে এই পিছিয়ে পড়া এলাকার নাম জেনেছিল রাজ্যের মানুষ। স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রাণতোষ পাল জানান, এই স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ২০০২ সালে, আমি প্রধান শিক্ষক হয়ে এখানে আসি ২০০৩ সালে। তখন মাত্র ২৯ জন ছাত্র ছিল এই স্কুলে, বর্তমানে প্রায় ১২০০ ছাত্র এই স্কুলে পড়াশোনা করে।

সংবর্ধনার মুহূর্ত।

শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করতে, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন আলিপুরদুয়ার জেলার একেবারে প্রান্তিক

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সাধারণতন্ত্র দিবসকে সামনে রেখে কোনও নাশকতামূলক ঘটনা না ঘটে সেজন্য এবারও বর্ধমানের জনবহুল এলাকায় তল্লাশি চালাল জেলা পুলিশ। বিভিন্ন শপিং মল, বাসস্ট্যান্ড, স্টেশন এলাকায় পুলিশ কুকুর-সহ মেটাল ডিটেক্টর নিয়ে তল্লাশি হয়

আমার বাংলা

26 January, 2024 • Friday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

আজ সাধারণতন্ত্র দিবসে দিল্লির রাইফেল প্যারেডে বাঁকুড়ার মধুরিমা

■ আজ, সাধারণতন্ত্র দিবসে দিল্লির কর্তব্য পথে রাইফেল হাতে প্যারেডে অংশ নিচ্ছেন বাঁকুড়ার শুশুনিয়া এলাকার মেয়ে মধুরিমা কর্মকার। বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজের দ্বিতীয় সেমিস্টারের ছাত্রী মধুরিমা এজন্য আগেই দিল্লি পৌঁছে গিয়েছেন। চলছে প্র্যাকটিস। আজ দেশের সাধারণতন্ত্র দিবসের প্যারেডে মেয়ের এই অংশগ্রহণ নিয়ে খুশি মধুরিমার পরিবার ও এলাকার মানুষ। এনসিসি থেকে আজকের প্যারেডের জন্য সুযোগ পেয়েছেন মধুরিমা। বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজের বাংলার অধ্যাপক অ্যাসোসিয়েট এনসিসি অফিসার লেফট্যানেন্ট হরিপদ হেমব্রম বলেন, প্যারেডে উল্লেখযোগ্য স্থান পেয়েছে উদ্যমী, পরিশ্রমী মেয়েটি নয়াদিল্লিতে এসএলআর রাইফেল হাতে প্যারেডের সুযোগ পেয়েছে। কলেজ সূত্রে খবর, এবারের সাধারণতন্ত্র দিবসের প্যারেডের জন্য ২০২৩ সালের জুনে প্রক্রিয়া শুরু হয়। ৫৬ নম্বর বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের সদস্যা মধুরিমা খড়্গপুরে প্যারেডের জন্য গ্রুপ সিলেকশনে যোগ দেন। তারপর কল্যাণীতে চূড়ান্ত পর্বের সিলেকশনে উত্তীর্ণ হয়ে দিল্লির উদ্দেশে পাড়ি দেন। মধুরিমার বাবা সন্তোষ কর্মকার পেশায় পাথরশিল্পী। মা চুমকি দেবী গৃহবধূ। মধুরিমার বাবা বলেন, মায়ের সহযোগিতায় মেয়ে দিল্লির প্যারেডে গিয়েছে। স্কুলে পড়ার সময়ই এনসিসিতে ভর্তি হয়। উচ্চশিক্ষাতেও যাতে প্রশিক্ষণ চালিয়ে যেতে পারে তাই বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজে ভর্তি হয়। সেখানে প্রশিক্ষণ নিয়েই দিল্লির প্যারেডে অংশ নিতে সক্ষম হয়।

নয়া ভোটারদের হাতে

■ জাতীয় ভোটার দিবসে আলিপুর সদরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের তরফে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় পুরস্কার দেওয়ার পাশাপাশি নতুন ভোটারদের হাতে তুলে দেওয়া হল এপিক কার্ড। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত, হরসিমরন সিং, সৌমেন পাল, পিডি ডিআরডিসি অঞ্জন ঘোষ, ডিআইসিও অনন্যা মজুমদার প্রমুখ আধিকারিকেরা। নির্বাচন বিষয়ক ভাল কাজের জন্যও পুরস্কৃত হন অনেকে।

পাড়ায় সমাধানে বাড়ির সামনে আলোর ব্যবস্থা করে দিন

বৃদ্ধার অনুরোধে ব্যবস্থার আশ্বাস বিডিওর

দেবশ্রী মজুমদার • নলহাটি

বৃহস্পতিবার নলহাটি ২ ব্লকের ভদ্রপুর ১ পঞ্চায়েতের বিভিন্ন পাড়ায় জনসংযোগ কর্মসূচি প্রকল্পে চলছে পাড়ায় সমাধান শিবির। তবুও শিবিরের কাছে বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিচ্ছেন ব্লকের বিডিও রজতরঞ্জন দাস। বৃহস্পতিবার এক বাড়িতে ঢুকে মুখ্যমন্ত্রীর প্রকল্প পরিষেবা নিয়ে খোঁজখবর নিতে ঢুকতেই বিডিওর সামনে চলে আসেন অশীতিপর বৃদ্ধা শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাথমিক স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা। নিজের মাথা দেখিয়ে তিনি বলেন, এই পাকা চুলের বুড়ির কথা একটু শুনুন বাবা। পঞ্চায়েতকে বলুন না, বাড়ির সামনে পাড়া অন্ধকার থাকে। একটা লাইট হলে ভাল হয়। মেয়েদের বিয়ে দিয়েছি। মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি চলে যাওয়ার পর অন্ধকারে থাকি। বিডিও রজতরঞ্জন দাস বলেন, এর পর কাজ শুরু হলেই আপনার এখানে লাইটের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

বৃদ্ধা শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধ শুনছেন বিডিও রজতরঞ্জন দাস। নলহাটিতে।

উল্লেখ্য, ভদ্রপুরের বিভিন্ন পাড়ায় স্কুলে ও উত্তর ভদ্রপুর অর্থাৎ মনিপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত হয় এই কর্মসূচি। মুখ্যমন্ত্রীর ঐকান্তিক উদ্যোগে দুয়ারে সরকার, পাড়ায় সমাধান শিবিরের অভূতপূর্ব সাফল্যের পর রাজ্যের প্রতিটি মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছনোর উদ্দেশ্যে এই সমস্যা সমাধানে জনসংযোগ প্রকল্প চলছে বাংলা জুড়ে। ভদ্রপুরের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিডিও রজতবাবু ছাড়াও জয়েন্ট বিডিও বিধানরঞ্জন হাওলাদার। পরিদর্শনে গিয়ে হঠাৎ বাড়িতে বাড়িতে সমস্যা শুনতে হাজির হন বিডিও। সেখানে এক মহিলার বাড়ি গিয়ে খোঁজ নেন তাঁরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পান কি না। বাড়ির এক মহিলা বলেন, বারবার আবেদন করেও হয়নি। তাঁর আধার কার্ড ও বয়সের প্রমাণপত্র দেখে বিডিও জানান, তাঁর এখনও বয়স অনুযায়ী পেতে এক বছর দেরি আছে। এক বছর পর নতুন করে ফের আবেদনপত্র ফিলআপ করলেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পরিষেবা পাবেন। এছাড়াও আরও বেশ কিছু বাড়ি গিয়ে সমস্যার কথা শুনে দু'-একজনের সমস্যার সমাধানও সঙ্গে সঙ্গে করে দেন। তখনই ওই বয়স্ক মহিলা বিডিওকে কাছে পেয়ে বাড়ির সামনে আলো লাগিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেন।

নদিয়ার ৪ ব্লকে ১৪ কোটিতে তৈরি ৫টি রাস্তার সূচনা হল

সংবাদদাতা, নদিয়া : বৃহস্পতিবার নদিয়ার ৪ ব্লকে মোট ১৪ কোটি টাকার ৫টি রাস্তা উদ্বোধন হল। জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে এই রাস্তা তৈরি হয়েছে। রানাঘাট ২, হরিণঘাটা, কৃষ্ণগঞ্জ ও হাঁসখালি ব্লকে এই রাস্তাগুলি হচ্ছে। কৃষ্ণগঞ্জ থানার কাদাঘাটা থেকে কাদিপুর পর্যন্ত আড়াই কিমির বেশি পিচের রাস্তা উদ্বোধন করেন জেলা সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর। প্রসঙ্গত, সীমান্ত এলাকায় এই রাস্তা তৈরি হওয়ার ফলে ৮-১০টি গ্রামের মধ্যে খুব সহজে যোগাযোগ গড়ে উঠবে। জানা গিয়েছে, জেলা পরিষদের তরফে ২ কোটি ২ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকায় এই রাস্তাটি তৈরি হয়েছে। এছাড়া বাকি ৩টি রাস্তার উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি ও পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সহকারী সভাধিপতি সজল বিশ্বাস, কৃষ্ণগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কাকলি দাস প্রমুখ একাধিক নেতৃত্ব। এই প্রসঙ্গ দেবাশিসবাবু বলেন, জেলায় মোট ৫টি রাস্তা উদ্বোধন হয়েছে ৪টি ব্লকে। এর জন্য খরচ হয়েছে প্রায় ১৪ কোটি টাকার উপর।

রাস্তার উদ্বোধনে জেলা সভাধিপতি-সহ প্রশাসনিক কর্তারা।

জেলার পর্যটনের প্রসারে কৃষ্ণনগরে নান্দনিক নদিয়া

নান্দনিক নদিয়া নিয়ে বৈঠকে জেলাশাসক-সহ অন্যরা।

সংবাদদাতা, নদিয়া : জেলার পর্যটনের প্রচার ও প্রসারে নদিয়া জেলা পরিষদের উদ্যোগে আজ, শুক্রবার সাধারণতন্ত্র দিবসে কৃষ্ণনগরে হতে চলেছে নান্দনিক নদিয়া ইভেন্ট। আজ বিকেলে কৃষ্ণনগর ডিএল রায় মেমোরিয়াল ডিস্ট্রিক্ট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠান করবেন মনসুর ফকির ও ফকিরা ব্যান্ড। এ প্রসঙ্গে জেলাশাসক অরুণ প্রসাদ বলেন, জেলার বাসিন্দা ও কৃষ্ণনগর পুর এলাকার বাসিন্দাদের জন্য এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া কয়েকজনকে পুরস্কৃত করা হবে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সরকারি প্রকল্পের কথাও জানানো হবে। জেলার পর্যটনের বিষয়েও বিস্তারিত তুলে ধরা হবে। এক বৈঠকে বৃহস্পতিবার উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর, অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ) অনুপ দত্ত, ডিপিআরডিও দীপঙ্কর দাস।

জিরেন কাটের খেজুর রসে মজে রামপুরহাটের বর্জ্জল গ্রাম

সংবাদদাতা, রামপুরহাট : জিরেন কাটের খেজুর রসের ভুরভুরে গন্ধে মাতোয়ারা বীরভূম জেলা। সপ্তাহে তিনদিন রস নেওয়ার পর তিনদিন খেজুর গাছকে জিরেন বা বিশ্রাম দেওয়া হয়। তারপর প্রথম দিনের কাটের রসে হয় জিরেন রস। এই জিরেন কাটের রসের গুড়ে হয় ভাল মোয়া। তাই জিরেন কাটের নলেন গুড়ের চাহিদাও অনেক বেশি। মাস দুয়েক আগেই নদিয়ার দেবগ্রাম ব্লকের যমপুকুর গ্রাম থেকে শিউলি আইনাল ও তাঁর ছেলে জুলফিকার শেখ পাড়ি জমান রামপুরহাটের বর্জ্জল গ্রামে। এলাকার একশো আশিটি খেজুর গাছ ইজারা নিয়ে 'ছ্যা' দিয়েছেন তাঁরা। মরশুম-পিছু প্রতি গাছের জন্য মালিককে সাড়ে সাতশো গুড় দিতে হয়। সময় ও তাক বুঝে রসে জ্বাল দিতে হয়। আইনাল জানান, গুড়ের গন্ধ অটুট রাখতে আকাশে মেঘ করলে বা কুয়াশা হলে রাতে গুড় তৈরি করেন তাঁরা। জিরেনের পর প্রথম দিনের কাটের রস সব থেকে ভাল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের দোকাট বা তেকাট অত ভাল হয় না। এতেই চলে তিন ছেলে নিয়ে তাঁর সংসার। বুড়ো আইনাল ছড়া কাটেন মুখে মুখে : 'বারাসাতের নলেনগুড়/জয়নগরের মোয়া।/মালদার মিষ্টি আম/খাজা কাঁঠালের কোয়া।/সাগরের চাবড়া চিঙড়ি/সুন্দরবনের মৌ।/এনে যদি দিতে পার/বাসবে ভাল বৌ।'

আমার বাংলা
26 January, 2024 • Friday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তৃণমূলের উন্নয়নে শামিল বিজেপি বিধায়কের এলাকার ১০০ পরিবার

দীর্ঘদিনের সঙ্গত্যাগে দিশাহারা রাম-বাম

সংবাদদাতা, সিউড়ি : লোকসভা নির্বাচনের আগে দুবরাজপুরে বিজেপি বিধায়কের এলাকায় গেরুয়া শিবিরে ধস নামল। সেই সঙ্গে একেবারেই শক্তিহীন হয়ে গেল সিপিএম। বিজেপি ছেড়ে ২৫টি পরিবার এবং সিপিএম ছেড়ে ৭৫টি পরিবার তৃণমূলে যোগ দিল। দুবরাজপুর বিধানসভা এলাকার লক্ষ্মীনারায়ণপুর অঞ্চলের ঘাট গোপালপুর গ্রামে বিজেপি ও সিপিএম ছেড়ে মোট এই ১০০টি পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করায় চরম বেকায়দায় বিজেপি শিবির ও বামেরা। রাম-বাম এখন চোখে সর্ষেফুল দেখছে। এই পরিবারগুলির হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন দুবরাজপুর তৃণমূলের যুগ্ম আহ্বায়ক রফিউল হোসেন খান। লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি-সিপিএমের সংগঠনে ফাটল ধরিয়ে আখেরে তৃণমূল নিজেদের সংগঠনকে আরও জোরদার করে নিল। সদ্য সিপিএম ছেড়ে

দুবরাজপুরে রাম-বাম শিবিরের ১০০ পরিবারের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেওয়া হল।

আসা সিরাজউদ্দিন খান জানান, ১৮ বছর ধরে সিপিএমের হয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে রাজনীতি করেছি। কিন্তু সিপিএম নেতাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি ছাড়া কোনও উন্নয়নমূলক কাজ পাইনি। সেখানে তৃণমূল বিরোধী দল হয়েও গ্রামের যথেষ্ট উন্নয়ন করেছে। রাস্তা, পানীয় জল, পথবাতির পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর জনকল্যাণমূলক সবুজসাথী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ইত্যাদি যাবতীয় প্রকল্পের সুযোগসুবিধা পাচ্ছি। মানুষ রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে নিজের এলাকার উন্নয়নের জন্য। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একের পর এক উন্নয়নমূলক কাজের জন্যই সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে এলাম। গ্রামের মোট ৭৫টি সিপিএম পরিবার তৃণমূলে যোগ দিয়েছে। এই গ্রামেরই বিজেপি কর্মী লিল্টু খান বিস্ফোরক দাবি করে বলেন, ১২ বছর ধরে বিজেপির সঙ্গে ছিলাম। দুবরাজপুর বিধানসভার বিধায়ক অনুপ সাহার সঙ্গে গত বিধানসভা নির্বাচনে প্রচার করেছি। কিন্তু ভোটে জেতার পর আজ অবধি তিনি আমাদের এলাকায় আসেননি। গ্রামের ২৫টি বিজেপি পরিবারের সঙ্গে বিধায়ক যোগাযোগ রাখেন না। নিজের বিধায়ক তহবিল থেকেও গ্রামের উন্নয়নে আজ অবধি এক টাকাও খরচ করেননি। তাই বিজেপির সঙ্গ ত্যাগ করলাম। এখন থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সৈনিক হিসেবে কাজ করব। এলাকার উন্নয়নের জন্য মানুষকে নিয়ে একসঙ্গে লড়ব। দুবরাজপুর তৃণমূল কংগ্রেসের যুগ্ম আহবায়ক রফিউল হোসেন খান জানান, দীর্ঘদিন ধরে এলাকার বিধায়কের কাছে উন্নয়নমূলক কাজ না পেয়ে ক্ষোভে ফুঁসছিল বিজেপি-সিপিএমের এই পরিবারগুলো। এরপর ওঁরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ তৃণমূলে যোগ দিতে চান। জেলা নেতৃত্বর সঙ্গে কথা বলে এই ১০০টি পরিবারকে তৃণমূল পরিবারে আনন্দের সঙ্গে সামিল করলাম। আগামী লোকসভা নির্বাচনে দুবরাজপুরে বিরাট ব্যবধানে তৃণমূল জিততে চলেছে এটা বলতে পারি।

মেদিনীপুরে বুলডোজার দিয়ে চোলাই ঠেক ভাঙল প্রশাসন

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : চোলাই খেয়ে হুঁশ হারিয়ে শুয়ে থাকত রেললাইনে। এইভাবে গত ৬ মাসে পাঁচ থেকে ছয়জনের মৃত্যু হয় রেলে কাটা পড়ে। সম্প্রতি চোলাই দোকানের সামনেই এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। প্রশাসনের কাছে চোলাই ঠেক বন্ধের অনুরোধ করেন অনেকে। রেল লাইনের পাশে রমরমিয়ে বেআইনিভাবে চলা চোলাই ঠেক এবং এই ধরনের বেশ কয়েকটি বেআইনি ঝুপড়ি বৃহস্পতিবার বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলল জেলা প্রশাসন। মেদিনীপুর শহরের গেটবাজার এলাকায় উড়ালপুলের নিচে রেললাইনের পাশে বেআইনিভাবে গড়ে উঠেছিল বেশ কয়েকটি দোকানঘর। সেই দোকানের মধ্যে চলত অবৈধভাবে চোলাই মদের ব্যবসা। চোলাই খেয়ে নেশাগ্রস্ত অনেকে রেললাইন পারাপার করতে গিয়ে ট্রেনে

কাটা পড়ত। রেল পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, গত ৬ মাসে পাঁচ থেকে ছ'জন এইভাবে মারা গিয়েছে। এছাড়াও অবৈধ চোলাই দোকানকে ঘিরে এলাকায় উৎপাত চালাত মদ্যপরা। জেলা প্রশাসনের নির্দেশমতো রেল পুলিশের সহযোগিতায় জেলা পুলিশ তিনটি অবৈধ দোকান ভেঙে দিল।

মঞ্চ থেকে নামতে গিয়ে মৃত্যু নৃত্যশিল্পীর

প্রতিবেদন : হঠাৎই বিপত্তি ভাটপাড়া উৎসবে। অনুষ্ঠান সেরে মঞ্চ থেকে নামার সময় হঠাৎই মৃত্যু হল এক নৃত্যশিল্পীর। কল্যাণীর বাসিন্দা সজল বারুই (২২) নামে ওই শিল্পী মঞ্চ থেকে নামার সময় হঠাৎই লুটিয়ে পড়েন মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আগামিকাল তাঁর দেহের ময়না তদন্ত হবে। প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশের মতে, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে ওই যুবকের। কেউ জানাচ্ছেন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হতে পারে তাঁর।

মন্ত্রীর পরামর্শ, পড়াশোনার সঙ্গে সমানতালে খেলাধুলোও করতে হবে

ছোটদের বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে বক্তব্যরত মন্ত্রী শশী পাঁজা।

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বৃহস্পতিবার কাটোয়ার জাজিগ্রাম যাওয়ার পথে মেমারিতে মেমারি চক্রের প্রাথমিক নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয় ও শিশু শিক্ষাকেন্দ্র সমূহের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মন্ত্রী ড. শশী পাঁজা। ছাত্রছাত্রীদের প্রতি তাঁর পরামর্শ, ''পড়াশোনার সঙ্গে সমানতালে খেলাধুলোও করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য চাই পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলো করা। এ ব্যাপারে অভিভাবক এবং শিক্ষকদের এগিয়ে আসতে হবে।'' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেমারির পুরপ্রধান স্বপন বিষয়ী, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, মেমারি ১ চক্রের অফিসার ভজন ঘোষ, মেমারি ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিকাশ হাঁসদা, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মৃন্ময় ঘোষ, জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল হাকিম, গোপগন্তার ২ পঞ্চায়েত প্রধান ও উপপ্রধান-সহ বিশিষ্টজনেরা। ১৭টি ইভেন্টে প্রতিযোগিতা হয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীরা মহকুমা স্তরে খেলবে ২৭ জানুয়ারি। মহকুমা স্তরের সফলরা ৩১ জানুয়ারি কাটোয়াতে জেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণ করবে বলে জানান চক্র অফিসার ও শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ।

জখম পাখিশাবককে উদ্ধার করলেন বাঁকুড়া যুবক

সংবাদদাতা, বর্ধমান : গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে একটি শাবক পেরেগ্রিন ফ্যালকন পাখিকে বন দফতরের হাতে তুলে দিলেন এক যুবক। পড়াশোনার সূত্রে বাঁকুড়ার কোতুলপুরের বাসিন্দা অনিরুদ্ধ মুখোপাধ্যায় বর্ধমান শহরের ভাতছালা এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে বাস করেন। বৃহস্পতিবার বেলা ১২ নাগাদ অনিরুদ্ধ বাড়ি ফিরে দেখেন বাড়ির বাগানে একটি পাখি গুরুতর আহত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। উড়তেও পারছে না। এইভাবে থাকলে কুকুর-বিড়াল পাখিটির ক্ষতিসাধন করতে পারে ভেবে অনিরুদ্ধ পাখিটিকে একটি ব্যাগে ভরে নিয়ে সোজা চলে যান কার্জন গেট সংলগ্ন পশু হাসপাতালে। চিকিৎসার পর পাখিটি আপাতত স্থিতিশীল অবস্থায় আছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।

বন দফতর সূত্রে জানা যায়, উদ্ধার হওয়া পাখিটি পেরেগ্রিন ফ্যালকন প্রজাতির। এই অঞ্চলে এই প্রজাতির পাখি সচরাচর দেখা যায় না। তবে বিশ্বের যে ক'টি ক্ষিপ্র ও দ্রুতগতির প্রাণীর রেকর্ড করা হয়েছে তাদের মধ্যে এই পাখি অন্যতম। এরা ঘণ্টায় ৩২০-৩৯০ কিমি বেগে উড়তে পারে। অনেক উঁচু থেকে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মাঝ আকাশেই অন্য পাখিদের শিকার করতেও পটু এরা। এদের সাধারণত আরব দেশে দেখা যায়। এই রাজ্যে মাঝেমধ্যে দেখা মেলে। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, জখম পাখিটির বয়স আনুমানিক ৪ মাস। আপাতত তাকে পর্যবেক্ষণে রাখা রয়েছে। পাখিটির ডানায় চোট আছে। চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে তুলে পরবর্তীতে ফের প্রাকৃতিক পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানান বনাধিকারিক নিশা গোস্বামী।

বীরভূমে বৃদ্ধি প্রায় ৩০ লাখ ভোটারের

সংবাদদাতা, বীরভূম : জেলায় ৩০৬৯ ভোটকেন্দ্র। ১১টি বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ভোটার সংখ্যার ২৯ লক্ষ ৮ ৪৮৪। শতকরা হারে মোট বৃদ্ধি হল ২.৪১ শতাংশ। পুরুষ ভোটার প্রায় ১৫ লক্ষ ৬৪ হাজার এবং মহিলা ভোটার ১৪ লক্ষ ৪৪ হাজারের কিছু বেশি বেড়েছে। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৩৪ জন। নতুন ভোটারের সংখ্যাক ৭০,২৩৯ জন। বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারদের সংখ্যা ৩১,৮৬০।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিধানসভা ভোটের আগে গত বছর বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন কর্নাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগদীশ শেট্টার। তবে লোকসভা ভোটে গেরুয়া ঝড়ের সম্ভাবনার কথা জানিয়ে ফের বিজেপিতে ফিরলেন তিনি। বৃহস্পতিবার 'ঘর ওয়াপসি' হল কর্নাটকের লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি শেট্টারের

দিল্লি দরবার

বিশেষ পুলিশ পদক প্রাপক বাংলার ২২

প্রতিবেদন : সাধারণতন্ত্র দিবসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের থেকে বিশেষ পুলিশ পদক পাচ্ছেন রাজ্যের ২২ জন আধিকারিক। এবছর পুলিশ, দমকল, হোমগার্ড, নাগরিক সুরক্ষা সহ বিভিন্ন বাহিনী মিলিয়ে পদক পাচ্ছেন মোট ১১৩২ জন। তাঁদের মধ্যে বাংলার ২২ জন পুলিশ কর্মী ও আধিকারিক রয়েছেন। অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে কাজের জন্যে পুরস্কার পাচ্ছেন ২ জন এবং মেরিটোরিয়াস সার্ভিস পুরস্কার পাচ্ছেন রাজ্যের ২০ জন পুলিশ কর্মী ও আধিকারিক।

রাজ্যের তরফে মেরিটোরিয়াস সার্ভিস পদক পাচ্ছেন সিআইডির আইজি রাজেশ কুমার যাদব, উপকূল নিরাপত্তা বিভাগের আইজি মিতেশ জৈন, বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা, রাজ্য পুলিশের আইজি রাজীব সরকার, রাজ্য পুলিশের সার্জেন্ট অম্বুজ সিং, এসিপি দেবজিত চট্টোপাধ্যায়, পুলিশ ইন্টপেক্টর সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী, ইন্সপেক্টর জয়প্রকাশ পাণ্ডে, রিজার্ভ ইন্সপেক্টর সুদীপ গুহ নিয়োগী, সশস্ত্র বাহিনীর এএসআই বিকাশ তামাং, সাব ইন্সপেক্টর সুখেন্দুকুমার মণ্ডল, সশস্ত্র বাহিনীর সাব ইন্সপেক্টর সুমন দে, সশস্ত্র বাহিনীর এএসআই অমলেন্দু পাহাড়ি, সাব ইন্সপেক্টর অমরলাল রজক, কনস্টেবল সত্যপ্রিয় মুখার্জি, এএসআই জয়ন্ত সাহা, এএসআই উজ্জ্বল সরকার, মহিলা এএসআই ইন্দিরা হালদার, কনস্টেবল সুরজিৎ দেবনাথ এবং পুলিশ গাড়ির চালক স্বপন কুমার সাউ। বিশেষ দক্ষতার পুরস্কার পাচ্ছেন রাজ্যের রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের এডিজি অজেয় মুকুন্দ রানাডে এবং গোয়েন্দা বিভাগের এডিজি মনোজ কুমার ভার্মা।

নজরে এবার নীতীশ, খোঁচা দিলেন কংগ্রেসকে

প্রতিবেদন : কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও জোট না করে বাংলায় একা লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দেখানো পথে পা বাড়িয়েছে পাঞ্জাবের আম আদমি পার্টিও। সে-রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত সিং মান স্পষ্ট বলেছেন, কংগ্রেসকে ছাড়াই পাঞ্জাবের লোকসভা ভোটে একা জেতার ক্ষমতা রাখে আপ। কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে তৃণমূল, আপের পর এবার অসন্তোষ জানাচ্ছে

তৃণমূল, আপের পর ক্ষুব্ধ এবার জেডিইউ প্রধান

বিহারের শাসক দল জেডিইউ। বিহারেও এবার ইন্ডিয়া জোট ধাক্কা খাওয়ার সম্ভাবনা উঁকি দিতে শুরু করেছে। পরিবারতন্ত্রের প্রসঙ্গ টেনে কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তথা জেডিইউ প্রধান নীতীশ কুমার। পাশাপাশি একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসাও করেছেন। নীতীশের গতিপ্রকৃতি দেখে অনেকের প্রশ্ন, ফের কি এনডিএতে ফিরতে চলেছেন নীতীশ? একইসঙ্গে বিভিন্ন অবিজেপি দলের প্রতি কংগ্রেসের ভূমিকা দেখে ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে রাজনৈতিক মহল।

মঙ্গলবারই বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সংরক্ষণ আন্দোলনের হোতা কর্পূরী ঠাকুরকে মরণোত্তর ভারতরত্ন দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে মোদি সরকার। এই ঘোষণার পর কংগ্রেসের সমালোচনা করে কেন্দ্রের প্রশস্তি শুরু করেন নীতীশ। বুধবার পাটনায় কর্পূরী ঠাকুরের শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জেডিইউ-এর আয়োজিত সভায় উপস্থিত হয়ে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বলেন, কর্পূরী ঠাকুরকে ভারতরত্ন দেওয়ার বিষয়ে ইউপিএ সরকারকে একাধিকবার আবেদন করেছিলাম। কিন্তু তারা তা মানেনি। একইসঙ্গে নাম না করে পরিবারতন্ত্র নিয়েও কংগ্রেসকে তোপ দাগেন নীতীশ। কর্পূরী ঠাকুরকে ভারতরত্ন দেওয়ার সিদ্ধান্তের জন্য মোদির প্রশংসাও করেন। নীতীশ বলেন, "২০০৫ সালে ক্ষমতায় আসায় পর থেকেই আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে (ভারতরত্নের) আবেদন করে আসছি। শেষ পর্যন্ত বর্তমান সরকার সেই আবেদনে সাড়া দিল। এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানাই।" মোদির প্রশংসার পরই প্রশ্ন উঠছে লোকসভা ভোটের আগে কি ফের জোটবদল করবেন নীতীশ?

■ জানুয়ারির শেষে শ্বেতশুভ্র বাঙ্গাস ভ্যালি। জম্মু-কাশ্মীরের কুপওয়াড়া জেলার এই উপত্যকা শীতে এখন বরফপ্রিয় পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ।

রামচরিতমানস বিতর্কে সুপ্রিম কোর্ট রক্ষাকবচ দিল সপা নেতা মৌর্যকে

প্রতিবেদন : রামচরিতমানস কাব্যগ্রন্থকে অপমান করেছেন সমাজবাদী পার্টির নেতা স্বামীপ্রসাদ মৌর্য। এই ধর্মগ্রন্থ ছিঁড়তে ও পোড়াতে জনগণকে প্ররোচিত করেছেন। এই অভিযোগেই সপা নেতার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করেছিল উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকার। তবে বিজেপি সরকারের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে স্বস্তি পেলেন মৌর্য। বৃহস্পতিবার এই মামলায় রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের তরফে। পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশ সরকারকে আদালত প্রশ্ন করে, এটা এত বেশি স্পর্শকাতর বিষয় কীভাবে হয়? যেখানে শুধুমাত্র একটি বয়ানের বিরুদ্ধে উপর ভিত্তি করে কারও বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে!

বিচারপতি বি আর গাভাই এবং সন্দীপ মেহতার বেঞ্চে মামলার শুনানিতে উত্তরপ্রদেশ সরকারের প্রতিনিধি অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল (এএজি) শরণ দেব সিং ঠাকুরকে বলেন, উনি শুধুমাত্র একটি মন্তব্য করেছেন। এটি কীভাবে অপরাধ হতে পারে? কপি পোড়ানোর জন্য ওঁকে দায়ী করা যায় না। এরপরই ওই সপা নেতাকে রক্ষাকবচ দেওয়ার পাশাপাশি এই মামলায় সমাজবাদী পার্টির নেতার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা অভিযোগকারীকে একটি নোটিশও জারি করেছে আদালত।

উল্লেখ্য, তুলসীদাসের রামচরিতমানসের বিরুদ্ধে বিতর্কিত মন্তব্য করার অভিযোগে মৌর্য এবং অন্যান্য সপা নেতাদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়। এরপরই এফআইআর খারিজের আবেদন জানিয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন মৌর্য। যদিও এলাহাবাদ হাইকোর্ট তার আবেদনে সাড়া দেয়নি। অতঃপর এই ইস্যুতে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হলে যোগী সরকারের সমালোচনা করে মৌর্যকে রক্ষাকবচ দিল সুপ্রিম কোর্ট।

ক্যানসার সারবে, অন্ধ বিশ্বাসে কনকনে ঠান্ডায় শিশুকে গঙ্গায় ডোবাল পরিবার!

একবিংশ শতকের ভারত দেখল মর্মান্তিক পরিণতি

প্রতিবেদন : গঙ্গায় ডুব দিলে সেরে যাবে ক্যানসার! এমন ভয়ঙ্কর অন্ধ বিশ্বাসে ভর করে কনকনে ঠান্ডার মধ্যে শিশুকে ডোবানো হয়েছিল গঙ্গায়। তবে অসুস্থ অবস্থায় গঙ্গার হাড়হিম ঠান্ডাজলে দীর্ঘক্ষণ ডুবিয়ে রাখায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল শিশুর। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার বিজেপি শাসিত উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারের 'হর কি পৌড়ি' ঘাটে। মর্মান্তিক এই ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ওই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, এক মহিলা এক মিনিটেরও বেশি সময় ধরে জলে ডুবিয়ে রেখেছেন ছেলেটিকে। এই ঘটনা দেখে ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকা এক যুবক নদী থেকে টেনে তোলে শিশুটিকে। জল থেকে টেনে তোলার সময় ওই যুবকের সঙ্গে হাতাহাতিও হয় মহিলার। সূত্রের খবর, কিছু লোক

শিশুটিকে উদ্ধারের আগেই তাকে প্রায় তিন থেকে চার মিনিট জলের নিচে রাখা হয়েছিল। তার ফলেই মর্মান্তিক মৃত্যু হয় শিশুটির। আরেকটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ওই মহিলা ছেলেটিকে নিয়ে ঘাটে বসে আছেন এবং হেসে হেসে বলছেন "ইয়ে বাচ্চা খাড়া হোগা ইয়ে মেরা বচন হ্যায়, মেরি গঙ্গা মাইয়া কা বচন হ্যায় (এই ছেলে উঠে দাঁড়াবে । এটা আমার প্রতিশ্রুতি এবং আমার গঙ্গা মায়ের প্রতিশ্রুতি)।

মর্মান্তিক এই ঘটনা সম্পর্কে হরিদ্বারের অতিরিক্ত এসপি স্বতন্ত্র সিং বলেন, ওই পরিবার দিল্লির বাসিন্দা। ৫ বছরের ওই শিশুটি রক্ত ও হাড়ের ক্যানসারে ভুগছিল। দিল্লির গঙ্গারাম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। সেখানকার চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন, ছেলেটিকে বাঁচানো যাবে না। শেষ বিকল্প হিসাবে অন্ধ বিশ্বাসে ভর করে শিশুটির পরিবার তাকে হরিদ্বারে নিয়ে আসে। তবে মনে হচ্ছে, ছেলেটিকে এখানে আনার সময়েই সে মারা গিয়েছিল। আমরা পোস্টমর্টেম রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছি এবং এর ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।

পুলিশ জানিয়েছে, পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে ইতিমধ্যেই। তবে তাদের এখনও আটক করা হয়নি। জিজ্ঞাসাবাদের সময় দিল্লি থেকে ওই পরিবার যে গাড়ি ভাড়া করে আনে তার ড্রাইভারও দাবি করে যে ছেলেটি সম্ভবত পথে মারা গিয়েছিল। চালক বলেছেন, ওই পরিবারকে নিয়ে গঙ্গা দর্শনের জন্য আমরা সকালেই দিল্লি থেকে রওনা দিই। গাড়িতে শিশুটির বাবা-মা সহ পাঁচজন ছিলেন। পরিবারের সদস্যের কোলে কম্বলে জড়ানো ছিল শিশুটি। অন্ধ বিশ্বাসের পরিণতি কী হতে পারে একবিংশ শতকে তা দেখল দেশ।

মালদ্বীপ থেকে সেনা প্রত্যাহার: সিদ্ধান্ত হয়নি, জানাল নৌসেনা

প্রতিবেদন : ভারত ও মালদ্বীপের মধ্যে কূটনৈতিক টানাপোড়েন শুরুর পরই ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার নিয়ে নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। মুইজ্জু সরকারের দাবি অনুসারে আদৌ ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার করা হবে কি না তা নিয়ে দেশের এতদিন নিশ্চুপ ছিল ভারতীয় নৌসেনা। বৃহস্পতিবার এ-বিষয়ে মুখ খুললেন ভারতীয় নৌসেনার প্রধান অ্যাডমিরাল আর হরি কুমার। তিনি জানিয়েছেন, এ-বিষয়ে ভারত সরকার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেনি এখনও।

চলতি মাসেই চিন সফর থেকে ফিরে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জু নিজের দেশের ভূখণ্ড থেকে ভারতীয় সেনা সরানোর ব্যাপারে সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেন। বলা হয়, ১৫ মার্চের মধ্যে মালদ্বীপ থেকে সব ভারতীয় সেনা সরতে হবে। কিন্তু এই ব্যাপারে মোদি সরকার এখনও পর্যন্ত কোনও নির্দেশ দেয়নি বলেই ভারতীয় নৌসেনার তরফে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হল। এর পরিপ্রেক্ষিতে মালদ্বীপ সরকার কী প্রতিক্রিয়া দেয় সেটাই এখন দেখার।

দেশ বিদেশ

26 January, 2024 • Friday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিদেশযাত্রার সময় বন্ধুদের সঙ্গে মজা করতে গিয়ে হাজতবাস হল ভারতীয় বংশোদ্ভূত ছাত্রের। ইয়ার্কির ছলে বলেছিলেন, তিনি তালিবান সদস্য। যে বিমানে আছেন, সেটা উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। তার পরেই ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ ছাত্রকে গ্রেফতার করে স্পেনের পুলিশ

ভারতে ফরাসি রাষ্ট্রপতি ম্যাক্রোঁ

সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রধান অতিথি

প্রতিবেদন : ভারতের শেষ মুহূর্তের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে বৃহস্পতিবার দেশে পা রাখলেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। এবারের সাধারণতন্ত্র দিবসের তিনিই প্রধান অতিথি। ভারতের সঙ্গে সামরিক নীতি ও সৌজন্যের সম্পর্ককে হাতিয়ার করেই একসঙ্গে রাজস্থান সফর ও কুচকাওয়াজে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা ফরাসি রাষ্ট্রপতির। দেশের ৭৫তম সাধারণতন্ত্র দিবসে প্রথমে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। শেষ মুহূর্তে তিনি না আসতে পারার কথা জানান। তারপরই আমন্ত্রণ জানানো হয় এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ-কে। বৃহস্পতিবার ভারতে পৌঁছে গিয়েছেন ফরাসি রাষ্ট্রপতি। ম্যাক্রোঁ রাজস্থানের জয়পুর থেকে যাবেন অম্বর দুর্গ দেখতে। হেঁটেই দেখবেন দুর্গ। এর পর ফরাসি প্রেসিডেন্ট যাবেন যন্তর মন্তর। সেখানেই মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে তাঁর। হবে 'রোড শো'।

এর আগে জুলাই মাসে ফ্রান্সের আমন্ত্রণে বাস্তিল ডে উদযাপনে যোগ দিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ফ্রান্সের সঙ্গে ভারতের নিরাপত্তা সংক্রান্ত একাধিক চুক্তি নিয়ে সেসময় আলোচনা হয়। বর্তমানে ফ্রান্স ভারতের দ্বিতীয় বৃহৎ সামরিক সামগ্রী সরবরাহ করে। দেশের অসামরিক বিমানের ক্ষেত্রেও ভারত ফ্রান্সের ওপর অনেকটা নির্ভর করে। ম্যাক্রোঁ-র পক্ষ থেকেও সেই সুসম্পর্ক বজায় রেখে সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ায় সম্মতি দেওয়া হয়। ২৬ জানুয়ারি কুচকাওয়াজে উপস্থিত থাকার পাশাপাশি নয়াদিল্লি-প্যারিস দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। তবে ম্যাক্রোঁ বৃহস্পতিবার ভারতে এসে দিল্লিতে না গিয়ে উঠলেন রাজস্থানে। বর্তমান ফরাসি প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁকে ধরলে মোট ৫ জন ফরাসি রাষ্ট্রনেতা ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রধান অতিথি হয়েছেন— ভ্যালেরি গিসকার্ড ডি'ইস্টাইং (১৯৮০), জাক শিরাক (১৯৯৮), নিকোলাস সারকোজি (২০০৮) এবং ফ্রাঁসোয়া ওলাঁদ (২০১৬)। এ ছাড়া ১৯৭৬ সালে ফরাসি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রধান অতিথি ছিলেন শিরাক।

তামিলনাড়ুতে দুর্ঘটনা, মৃত্যু

প্রতিবেদন : বড় পথ দুর্ঘটনার সাক্ষী হল তামিলনাড়ু। দুর্ঘটনার জেরে ইতিমধ্যেই ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও ৮ জন। ধর্মপুরী জেলার থোপ্পুর ঘাট রোডের দুর্ঘটনা। ইতিমধ্যে দুর্ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে একটি সেতুর উপর দিয়ে দ্রুত গতিতে ছুটে আসা একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনের একটি গাড়িকে ধাক্কা মারে। তারপর সেই গাড়ির সামনে থাকা আরও একটি ট্রাকেও সজোরে ধাক্কা মারে। তার জেরেই সামনের ট্রাকটি সেতুর রেলিং ভেঙে নীচে পড়ে যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন দু'টি ট্রাকের মাঝে পড়ে একটি গাড়ি পুরো পিষ্ট হয়ে যায়। তার ফলে সেই গাড়িতে থাকা আরোহীদের মধ্যে কয়েকজনের মৃত্যু হয়। অন্যদিকে, যে ট্রাকটি সেতু থেকে নীচে পড়ে গিয়েছিল তার চালকেরও মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় আরও আটজনকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে পুলিশ। এদিন ঘাতক ট্রাকটি পরপর চারটি গাড়িতে ধাক্কা মারে বলে খবর। তবে ধাক্কার অভিঘাত এতটাই জোরালো ছিল যে সামনে থাকা একটি ট্রাক সেতু থেকে নীচে পড়ে যায়।

রবিবার উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

এরপর কলকাতায় ফিরতে পারেন ১ বা ২ ফেব্রুয়ারি।

এদিকে, ২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষার তিনদিন আগে থেকে বাইরে মাইক বাজানো বন্ধের নির্দেশ থাকে। সেই কারণে মুখ্যমন্ত্রী জানান তাঁর প্রত্যেকটি সভা হবে বদ্ধ হলের ভেতর। সেক্ষেত্রে যেখানে হল বা স্টেডিয়াম নেই সেখানে হল বানিয়ে নিয়ে বক্স লাগিয়ে সভা করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান।

কেন্দ্রের দণ্ডসংহিতা নিয়ে চরম ক্ষুব্ধ বিচারপতি

প্রতিবেদন : সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে গায়ের জোরে দণ্ডসংহিতা সংক্রান্ত ৩ বিল পাশ করিয়েছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। তা নিয়ে বিরোধীরা বিস্তর আপত্তি জানালেও সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিরিখে এবং বিরোধীশূন্য সংসদের ফায়দা তুলে বিল পাশ করে কেন্দ্র। কেন্দ্রের সেই 'তুঘলকি' বিল নিয়েই এবার আপত্তি জানালেন মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি এন আনন্দ ভেঙ্কটেশ। বুধবার বিচারপতির বেঞ্চে একটি মামলার শুনানি চলছিল। সেইসময় বিচারপতি ভেঙ্কটেশের মন্তব্য, ''আমি হিন্দি বুঝতে পারছি না। তাই ইন্ডিয়ান পেনাল কোড, কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর-র মতো শব্দবন্ধই ব্যবহার করব।'' আর বিচারপতির এমন মন্তব্যে শুরু হয়েছে শোরগোল। বিচারপতি সাফ জানিয়েছেন, আইপিসি এবং সিআরপিসির হিন্দিতে যে নামকরণ হয়েছে, তা অ-হিন্দিভাষীদের পক্ষে বোঝা দুষ্কর।

দ্রুত দেশের আইনশৃঙ্খলার ভোল পাল্টে দিতে দণ্ডসংহিতা সংক্রান্ত তিনটি আইন চালুর কথা ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর সাফাই, এই তিন আইন কার্যকর হলে বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক ফৌজদারি আইন হবে ভারতেরই। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে দেশে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার খোলনলচে বদলে যাবে। তারপরেই মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতির এমন মন্তব্যে হইচই পড়ে গিয়েছে। গত ১১ অগাস্ট সংসদের বাদল অধিবেশনের

হিন্দি বুঝতে সমস্যা

শেষ দিনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ লোকসভায় তিনটি বিল পেশ করে জানিয়েছিলেন, ১৮৬০ সালে তৈরি ভারতীয় দণ্ডবিধি প্রতিস্থাপিত হবে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা দিয়ে। ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি দণ্ডবিধি প্রতিস্থাপিত হবে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা দ্বারা এবং ১৮৭২ সালের ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট প্রতিস্থাপিত হবে 'ভারতীয় সাক্ষ্য বিল'-এ। শাহের নয়া তিন আইনের খসড়া তৈরির পরই তীব্র আপত্তি জানায় বিরোধীরা। তাঁদের স্পষ্ট অভিযোগ ছিল, খোলনলচে বদলে ব্রিটিশ জমানার রাষ্ট্রদ্রোহ আইন আরও কঠোর করতে সক্রিয় হয়েছে মোদি সরকার।

পদ্ম পুরস্কার : তালিকায় বাংলার কৃতীরা

প্রতিবেদন : সাধারণতন্ত্র দিবসের আগে ভারত সরকারের পদ্মশ্রী পুরস্কার পেলেন বাংলার কয়েকজন কৃতী ব্যক্তি। সামাজিক ক্ষেত্র, কলা, বিজ্ঞান, লোকশিল্প, সঙ্গীত, পরিবেশের উন্নয়ন সহ নানা ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা পালনের স্বীকৃতি হিসাবে পদ্মভূষণ ও পদ্মশ্রী সম্মান পাচ্ছেন বাংলার কয়েকজন কৃতী ব্যক্তি। এরমধ্যে পদ্মভূষণ পাচ্ছেন মিঠুন চক্রবর্তী (কলা), সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় (মরণোত্তর) (পাবলিক অ্যাফেয়ার্স) এবং উষা উত্থুপ (কলা)। অন্যদিকে পদ্মশ্রী পাচ্ছেন গীতা রায় বর্মন (কলা), তকদিরা বেগম (কলা), নারায়ণ চক্রবর্তী (বিজ্ঞান), শ্রী রতন কাহার (কলা), দুখু মাঝি (সমাজসেবা), সনাতন রুদ্রপাল (কলা), একলব্য শর্মা (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি), নেপালচন্দ্র সূত্রধর (মরণোত্তর) (কলা)। অবশ্য পদ্মবিভূষণ পুরস্কারের তালিকায় নেই বাংলার কেউ।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসবে প্রধানমন্ত্রী হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ শর্মিলার

প্রতিবেদন : বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর। গত ২০ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে ২২তম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। আর সেই উৎসবে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেছেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বলিউডের বিশিষ্ট অভিনেত্রী। শুধু শর্মিলাই নন, সরকারি বাসভবনে প্রধানমন্ত্রী হাসিনার সঙ্গে দেখা করতে যান অভিনেত্রী মমতা শঙ্কর, স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় এবং পরিচালক সোহিনী ঘোষও। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সদস্য শাহরিয়ার আলম ও রেনবো ফিল্ম সোসাইটির সভাপতি আহমেদ মুজতবা জাবাল। এদিন শেখ হাসিনার সঙ্গে ভারত-বাংলাদেশের সিনেমা-সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনা করেন অপুর সংসার ছবির অভিনেত্রী। সূত্রের খবর, রেনবো ফিল্ম সোসাইটি আয়োজিত ঢাকা চলচ্চিত্র উৎসব চলবে আগামী ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। দীর্ঘ ১৪ বছর পর ফের টলিউডে কামব্যাক করেছেন শর্মিলা। 'পুরাতন' নামে বাংলা ছবির শুটিং করতে সম্প্রতি কলকাতায় বেশ কয়েক সপ্তাহ ছিলেন অভিনেত্রী। সুমন ঘোষ পরিচালিত এই ছবিতে শর্মিলা ছাড়াও রয়েছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত।

সতীর্থকে বেনজির আক্রমণ অভিজিতের

(প্রথম পাতার পর)

আশ্চর্যজনকভাবে ভরা এজলাসের মধ্যেই তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, কেন বিচারপতি সেনের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়া শুরু করা হবে না?

অবাক কাণ্ড! এই নিয়ে একটি নির্দেশনামাও লিখে ফেলেছেন তিনি। হাইকোর্ট সূত্রে খবর, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের আপত্তিকর মন্তব্য কানে আসা মাত্রই নিজের এজলাস ছেড়ে বেরিয়ে যান বিচারপতি সেন। নিজের এজলাসে বসে একজন বিচারপতির বিরুদ্ধে আর-এক বিচারপতির এই ধরনের আচরণে রীতিমতো ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন মহলে। তীব্র আলোড়ন আইন-মহলে। প্রশ্ন উঠেছে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নিজেরই রাজনৈতিক অভিসন্ধি নিয়ে। অনেকেই বলছেন, বিজেপি এবং সিপিএমের মধ্যে গোপন আঁতাত দ্রুত স্পষ্ট হয়ে উঠছে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের আচরণে, কথাবার্তায়। বেরিয়ে পড়েছে আসল রূপ। একই সঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে, নিজের এক্তিয়ারের সীমারেখা ছাড়াচ্ছেন না তো বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়? নিজের রাজনৈতিক ইচ্ছে চরিতার্থ করতে গিয়ে তিনি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ছেন। এবং বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক খারাপ নজির তৈরি করছেন। এর তীব্র প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানায় তৃণমূল কংগ্রেস। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট বলে মন্তব্য করেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের বিচারকের আসন ছেড়ে কোর্ট সাংবাদিকতায় আসা উচিত। পাশাপাশি ব্যঙ্গের সুরে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়কে বিচারপতি অমৃতা সিনহার মুখপাত্র কি না তাও জানতে চান কুণাল ঘোষ। তাঁর কথায়, কোর্ট আমাদের কাছে বিচারের শেষ ভরসা। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টে যে ঘটনা ঘটছে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো দু'-একজন বিচারপতি গত কয়েকমাস ধরে রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করেই চলেছেন। অন্ধ তৃণমূল বিরোধিতা করে মামলা সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণে মন্তব্য করছেন, মামলার বাইরে মন্তব্য করছেন, এমনকী আদালতের বাইরেও তৃণমূল-বিরোধী মন্তব্য করছেন, যা অবাঞ্ছিত। এবার ডিভিশন বেঞ্চের একজন বিচারপতি সম্পর্কে মন্তব্য করে বসলেন। আসলে তাঁর নির্দেশে একের পর এক স্থগিতাদেশ হচ্ছে বলে তিনি একটু হতাশায় ভুগছেন।

আসলে মেডিক্যালে ভর্তিতে অনিয়মের অভিযোগ সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বুধবার যে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন তা খারিজ করে দেয় বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। কোনও অজুহাতেই ডিভিশন বেঞ্চের সেই নির্দেশ পাশ কাটিয়ে যেতে পারেননি বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এতেই মেজাজ হারান তিনি। ঠিক কী হয়েছিল ব্যাপারটা?

বুধবারের পর বৃহস্পতিবার, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে আবার সজোরে ধাক্কা খান বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশে দায়ের করা সিবিআইয়ের এফআইআরও বৃহস্পতিবার খারিজ করে দেয় ডিভিশন বেঞ্চ। শুধু তাই নয়, সিবিআইকে ডিভিশন বেঞ্চের স্পষ্ট নির্দেশ, এই মামলার সূত্রে আদালত থেকে এখনও পর্যন্ত যা যা নিয়েছে তারা, তা ফিরিয়ে দিতে হবে অবিলম্বে। অর্থাৎ অজুহাত দেখিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের স্থগিতাদেশ পাশ কাটিয়ে নিজের বেঞ্চের নির্দেশ বহাল রাখার প্রচেষ্টায় রীতিমতো ধাক্কা খেলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জয়া আহসান, ঋত্বিক চক্রবর্তী অভিনীত 'ভূতপরি' মুক্তি পাবে ৯ ফেব্রুয়ারি। ছবির পরিচালক সৌকর্য ঘোষাল। প্রযোজনায় সুরিন্দর ফিল্মস

সিনেস্কোপ

গতকাল শুরু হয়েছে 'দশম কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব'। আয়োজনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিশু কিশোর আকাদেমি। চলবে ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। ৫ দিনে ৮টি প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হচ্ছে ৩০টি দেশের ১১১টি সিনেমা। ছোটরা চুটিয়ে উপভোগ করছে। এই আয়োজন তাদের ভাল ছবি দেখার চোখ ও মন তৈরি করবে। উৎসব ঘুরে এসে লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

ছোটদের সিনেমার স্বর্গরাজ্য

এবারের ভাবনা 'প্রকৃতি'

ঘন জঙ্গল। সুউচ্চ পাহাড়। উঁকি দিচ্ছে চাঁদ। বড় গাছের ডাল থেকে হাঁ করে তেড়ে আসছে বিশালাকার সাপ। গভীর জঙ্গলে রয়েছে বাঘ, সিংহ, ভালুক, বাঁদর ইত্যাদি পশুর উপস্থিতি। রোমাঞ্চকর পরিবেশ। তবে এটা কিন্তু কোনও দুর্গম বনাঞ্চল নয়, বাংলা সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র নন্দন-রবীন্দ্রসদন চত্বর। সেজেছে অরণ্যের সাজে। উপলক্ষ 'দশম কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব'। এবারের ভাবনা 'প্রকৃতি'। তাই পুরো এলাকা সবুজে সবুজে ছয়লাপ। সারা বছর এই চত্বরে দাপিয়ে বেড়ান বড়রা। তবে এখন পুরোপুরি ছোটদের দখলে। শীতের আমেজ গায়ে মেখে তারা চুটিয়ে দেখছে সিনেমা। চেখে দেখছে পছন্দের খাবার। রয়েছে বিনোদনের নানা উপাদান। তুলছে ছবি, সেলফি। বুকে পরিচয়পত্র ঝুলিয়ে ডেলিগেট হিসেবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেদার মজা, মস্তি। এমন দৃশ্য অবশ্য নতুন নয়। চোখে পড়েছে আগেও। ২০২০ সালে দেখা গিয়েছিল শেষবার। ফিরে এল প্রায় চার বছর পর। এই উৎসব ঘিরেই মেতে উঠেছে কচিকাঁচারা। আছেন বড়রাও। তাদের সঙ্গী হয়ে।

উদ্বোধনে চাঁদের হাট

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত শিশু কিশোর আকাদেমি আয়োজিত এই উৎসবের উদ্বোধন হয়েছে গতকাল, ২৫ জানুয়ারি। কলকাতার নন্দন-১ প্রেক্ষাগৃহে। ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শিশু কিশোর আকাদেমির চেয়ারপারসন অর্পিতা ঘোষ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সচিব শান্তনু বসু, নন্দনের সিইও শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচালক অমল গুপ্তে, অভিনেতা পার্থ এ গুপ্ত, শিশুশিল্পী তুলসী খাওয়াস প্রমুখ। এসেছিলেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসও। তাঁরা সময় কাটিয়েছেন ছোটদের সঙ্গে। প্রচার হয়েছে জোর। এবার ডেলিগেটের সংখ্যা ১২০০-র বেশি। উৎসব চলবে ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত।

মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন

কচিকাঁচাদের ভিড়

৩০ দেশের ১১১ ছবি

সিনেমা দেখানো হচ্ছে মোট ৮টি জায়গায়। সেগুলো হল নন্দন-১, নন্দন-২, নন্দন-৩, রবীন্দ্র সদন, শিশির মঞ্চ, রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবন, চলচ্চিত্র শতবর্ষ ভবন ও রবীন্দ্রতীর্থ। শো টাইম প্রতিদিন দুপুর ১২টা, বেলা ৩টে এবং সন্ধে ৬টা। বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে একতারা মুক্তমঞ্চে। দেখানো হচ্ছে ভিনটেজ ক্লাসিক। প্রতিদিন সন্ধে ৬টা থেকে। ৫ দিনের এই আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবে আমেরিকা, রাশিয়া, চিন, ইরান, জার্মানি, মেক্সিকো, স্লোভাকিয়া, গ্রিস, চেক রিপাবলিক, ফিনল্যান্ড, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, বাংলাদেশ, ভারত-সহ মোট ৩০টি দেশের ১১১টি ছবি দেখানো হচ্ছে। বিদেশি ছবির সংখ্যা ৫০-এর বেশি। আছে অল টাইম হলিউড ক্লাসিক, জাতীয় পুরস্কার জয়ী ৪ ভাষার ৬টি ভারতীয় সিনেমা, ১৩টি বাংলা সিনেমা। রেট্রোস্পেকটিভ বিভাগে দেখানো হচ্ছে জাপানি পরিচালক হায়াও মিয়াজাকির ৫টি ছবি। পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবির পাশাপাশি থাকছে ৩৬টি শর্ট ফিল্ম ও তথ্যচিত্র। প্রতিদিন প্রকাশিত হচ্ছে বুলেটিন 'বায়োস্কোপের বাক্স'। এ ছাড়াও প্রকাশিত হচ্ছে উৎসব ব্রোসিওর। উৎসব প্রাঙ্গণে রয়েছে কয়েকটি বইয়ের স্টল।

হাতে-কলমে সিনেমা

কথা হল শিশু কিশোর আকাদেমির চেয়ারপারসন অর্পিতা ঘোষের সঙ্গে। তিনি জানালেন, 'উৎসবের দশ বছরে গত ৯ বছরের উদ্বোধনী ছবিগুলো দেখানো হচ্ছে। এটা উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই উৎসবে যে-সমস্ত ছবি দেখানো হচ্ছে, বেশিরভাগই নতুন। ২০১৭-র পর তৈরি। সেইসঙ্গে কিছু বিখ্যাত ছবিও আছে। যেমন, 'গুপী গাইন বাঘা বাইন', 'সোনার কেল্লা' ইত্যাদি। প্রথমবার উৎসবে থাকছে বাচ্চাদের তৈরি মোবাইল ফিল্মের কম্পিটিশন। সামনের বছর এটা আরও বেশি প্রচারিত ও প্রসারিত হবে। আমরা একটা বিষয় বলে দেব। তার উপর বাচ্চারা ছবি বানিয়ে পাঠাবে।'

গগনেন্দ্র প্রদর্শশালায় আয়োজিত হয়েছে প্রদর্শনী। সেই বিষয়ে তিনি বলেন, এবারের প্রদর্শনীর বিষয় 'হাতে কলমে সিনেমা'। প্রতিদিন এই উৎসবে আসা প্রতিনিধিদের সিনেমার ইতিহাস জানানোর পাশাপাশি শ্যুটিং, ক্যামেরা, এডিটিং, পোস্ট ও প্রি-প্রোডাকশনের কাজ হাতে কলমে শেখানো হচ্ছে। প্রতিদিন দুপুর ২টো থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। এটা খুব স্পেশাল।'

উচ্চপ্রশংসিত 'গুরাস'

উৎসবের উদ্বোধনী ছবি ছিল 'গুরাস'। ছবির পরিচালক সৌরভ রাই। তিনি সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশনের প্রাক্তনী। ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র ৯ বছরের একটি মেয়ে, গুরাস। থাকে দার্জিলিংয়ের কুয়াশামাখা পাহাড়ি গ্রামে। হঠাৎ তার পোষা কুকুরটি হারিয়ে যায়। সে বেরিয়ে পড়ে খুঁজতে। হয়ে ওঠে রহস্যময়ী। ঘটতে থাকে একটার পর একটা ঘটনা। নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছে তুলসী খাওয়াস। অদ্ভুত সারল্য রয়েছে ছবি জুড়ে। দর্শক-মনকে নিয়ে গেছে এক অন্য জগতে। হয়েছে উচ্চপ্রশংসিত। ছোটরা সমগ্র ছবি ও মূল চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছিল। হিন্দি ও নেপালি ভাষায় তৈরি ছবিটি চেক রিপাবলিকের কার্লভি ভ্যারি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে জুরি পুরস্কার পেয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন ছবির সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন।

শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

শতবর্ষে বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হচ্ছে দুই কিংবদন্তি চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন এবং তপন সিনহাকে। দেখানো হচ্ছে তাঁদের তৈরি ছোটদের ছবি। তালিকায় আছে মৃণাল সেনের ১৯৭০-এর ছবি 'ইচ্ছেপূরণ' এবং তপন সিনহার ১৯৫৭-এর ছবি 'কাবুলিওয়ালা', ১৯৭৭-এর ছবি 'আজ কা রবিনহুড', ১৯৭৯-এর ছবি 'সবুজ দ্বীপের রাজা', ২০০০ সালের 'আনোখা মোতি'। ছবিগুলো ঘিরে আগ্রহ রয়েছে ছোটদের মধ্যে।

মাস্টার্স ক্লাস

নন্দন-৪ প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত হবে মাস্টার্স ক্লাস। থাকবেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক অমল গুপ্তে। তাঁর কথা শোনার সুযোগ পাবে ছোটরা। মোহন আগাসে হিন্দি ছবির জনপ্রিয় অভিনেতা। মাস্টার্স ক্লাসে থাকবেন তিনিও। এ ছাড়াও থাকবেন পরিচালক রমিত মেতি এবং পরিচালক প্রবীণ ক্রুপাকর। প্রবীণের কন্নড় ছবি 'তালে দান্ডা' এবারের উৎসবের সমাপ্তি ছবি। দেখানো হবে ২৯ জানুয়ারি সন্ধে ৬টায় নন্দন-১ প্রেক্ষাগৃহে। শুধুই কি আনন্দ, হইহই? একেবারেই না। গভীর তাৎপর্য রয়েছে এই আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের। এই মহতী আয়োজন ধীরে ধীরে তৈরি করে দেবে ছোটদের মধ্যে ভাল ছবি দেখার চোখ ও মন। পরিচয় করাবে আন্তর্জাতিক সিনেমার সঙ্গে। উৎসব মানেই মানুষের পাশে মানুষ। ঘটাবে ভাবের আদানপ্রদান। এখান থেকেই হয়তো জন্ম নেবে ভবিষ্যতের চলচ্চিত্র পরিচালক, লেখক, অভিনেতা, অভিনেত্রী। রোপণ হচ্ছে বীজ। নিয়মিত জল দিয়ে যেতে হবে।

ছবি : শুভেন্দু চৌধুরী।

আই লিগের জন্য মহামেডানে সই করলেন গোলকিপার জেমস কিথান

ক্রীড়া জাদুঘর

সিএসজেসি-র সংগ্রহশালা উদ্বোধনে দীপা

■ **প্রতিবেদন :** মন্দারমণির সমুদ্র সৈকতে ক্যালকাটা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে দেশের এক ঝাঁক ক্রীড়াবিদদের সম্মানিত করা হল। জীবনকৃতি সম্মান তুলে দেওয়া হয় প্যারা অলিম্পিকে পদকজয়ী পদ্মশ্রী দীপা মালিক এবং '৯০-এর বিলিয়ার্ডসে বিশ্বসেরা পঙ্কজ কোঠারির হাতে। বর্ষসেরার সম্মান পান জিমন্যাস্ট প্রণতি দাস, ক্রিকেটার মুকেশ কুমার ও রিচা ঘোষ, ফুটবলার ডেভিড লাললানসাঙ্গা, শ্যুটার মেহুলি ঘোষ-সহ আরও অনেকে। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অলিম্পিয়ান জয়দীপ কর্মকার, প্রাক্তন ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস-সহ ময়দানের বিভিন্ন ক্লাবের কর্তারাও। সিএসজেসি'র ইতিহাসে এই প্রথম কলকাতার বাইরে বার্ষিক অনুষ্ঠান হল। একইসঙ্গে বৃহস্পতিবার সিএসজেসির উদ্যোগেই ক্রীড়া সংগ্রহশালার উদ্বোধন হল। মন্দারমণিতে লাক্সারি বেনিয়ান ট্রি রিসর্টে সংগ্রহশালার উদ্বোধন করেন দীপা। উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার ইয়েমি ওদানয়ে।

শ্রীভূমির ম্যারাথন

■ **প্রতিবেদন :** রবিবার শহরে ফের ম্যারাথন প্রতিযোগিতা। মন্ত্রী সুজিত বসুর ক্লাব শ্রীভূমি স্পোর্টিংয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে দ্বিতীয় বর্ষের গোল্ড ম্যারাথন। সহযোগিতায় থাকবে বিধাননগর পুলিশ। ম্যারাথন শুরু হবে ভোর পাঁচটা থেকে। ছ'হাজারের বেশি প্রতিযোগী চারটি বিভাগে অংশ নেবেন।

ক্যারাটে টুর্নামেন্ট

■ **প্রতিবেদন :** সম্প্রতি সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল ও অল ইন্ডিয়া সেইশিনকাই সিতো রিউ ক্যারাটে ডু অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল ৮ম ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যারাটে এএলএসওসি কাপ ২০২৪। নেতৃত্বে ছিলেন এআইএসএসকেএফ এর মুখ্য প্রযুক্তি নির্দেশক, রেফারি কমিশন ও ক্যারাটে ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশনের যুগ্ম সম্পাদক, ওয়ার্ল্ড ক্যারাটে ফেডারেশনের রেফারি ও বিচারক হানশি প্রেমজিৎ সেন। উপস্থিত ছিলেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুলের অধ্যক্ষ রেভারেন্ড ফাদার রেভারেন্ড ডঃ এম থামাসিন অরুলাপ্পান। বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছিল প্রায় ১২০০ জনেরও বেশি ছেলে মেয়ে। এটি শুধু একটি প্রতিযোগিতা ছিল না, ছিল ট্যালেন্ট হান্ট।

খেলোয়াড়দের চাকরি দিতে নতুন আইন মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : বৃহস্পতিবার খেলাশ্রী প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নতুন প্রকল্পে রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়াবিদরা মাসিক ১০০০ টাকা করে সাম্মানিক ভাতা পাবেন। ইতিমধ্যেই প্রায় ১৬০০ প্রাক্তন খেলোয়াড়কে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। অনুষ্ঠান মঞ্চে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে পাশে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পদকজয়ী বাংলার ক্রীড়াবিদদের চাকরি দিতে নতুন আইন আনবে রাজ্য।

এদিন ধনধান্য অডিটোরিয়ামে রাজ্যের ৩২২ জন কৃতী খেলোয়াড়কে পুরস্কৃত করে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী নিজে বিভিন্ন খেলোয়াড় ও তাঁদের প্রতিনিধিদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে ছিলেন রিচা ঘোষ, তিতাস সাধু, মুকেশ কুমার, অনুষ আগরওয়াল, অতনু দাস, প্রণতি দাস, মৌমা দাস, সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়, ঐহিকা মুখোপাধ্যায়, আজিবুর মোল্লার মতো বাংলার সফল ক্রীড়াবিদরা। বাংলার ফুটবল দলকেও পুরস্কৃত করা হয়। ছিলেন ঝুলন গোস্বামীর মতো ক্রিকেট কিংবদন্তিও।

পুরস্কার প্রদানের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সুন্দরবন কাপ, জঙ্গলমহল কাপ, রাঙামাটি কাপ, সৈকত কাপ, তরাই ডুয়ার্স কাপ-সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আমরা আয়োজন করি। যারা চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স হয়, তাদের আমরা পুলিশে চাকরি দিই। ইতিমধ্যেই আমরা ৪৩০০ জন খেলোয়াড়কে চাকরি দিয়েছি।" মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "সোনা, রুপো ও ব্রোঞ্জজয়ীরা সরকারি চাকরি পাবে। আমরা একটা বিশেষ আইনের মাধ্যমে আপনাদের নিয়ে আসব। আমি মুখ্যসচিবকে বলেছি, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করতে। যাঁরা পুরস্কার পেলেন তাঁদের মধ্যে কেউ যদি মনে করেন চাকরি করতে ইচ্ছুক, আমি তাঁদের বলব আপনাদের জীবনপঞ্জী অরূপ বিশ্বাসের কাছে দিন।" ক্রীড়াবিদদের জন্য ক্রীড়া দফতরে আলাদা একটা ডেস্ক রাখার জন্য ক্রীড়ামন্ত্রীকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে মোট ৬ কোটি ৪২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ৩২২ জন ক্রীড়াবিদকে। শ্যুটিং, তিরন্দাজি, হকি ব্যাডমিন্টন, টেবল টেনিস, ফুটবল-সহ বিভিন্ন খেলার অ্যাকাডেমি তৈরিতেও জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিতাস সাধুকে পুরস্কৃত করছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

আইএসএল ডার্বি ৩ ফেব্রুয়ারি

প্রতিবেদন : চলতি মাসেই শুরু হয়ে যাচ্ছে আইএসএলের দ্বিতীয় পর্বের খেলা। এশিয়ান কাপের কারণে বন্ধ ছিল দেশের এক নম্বর লিগ। ৩৬ দিনের ব্যবধানে এক জোড়া কলকাতা ডার্বি হতে চলেছে। এশিয়ান কাপ শেষে আবার নজর ইন্ডিয়ান সুপার লিগে। লক্ষ্মীপুজোর কারণে আইএসএলের প্রথম পর্বের ডার্বি স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। সেই ম্যাচ দেওয়া হয়েছে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি। ডার্বি দিয়েই আইএসএলে দ্বিতীয় পর্বে মাঠে নামবে দুই প্রধান। মাত্র ১৫ দিনের ব্যবধানে সুপার কাপে ডার্বি হারের বদলা নেওয়ার সুযোগ মোহনবাগানের সামনে। ইস্টবেঙ্গলের কাছে চ্যালেঞ্জ, সুপার কাপের ছন্দ আইএসএলের বড় ম্যাচেও ধরে রাখার। সাধারণ দর্শকদের জন্য সুখবর, রাত ৮টার খেলা আগের মতো আধঘণ্টা এগিয়ে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা করা হয়েছে। দিনে দু'টি ম্যাচ থাকলে প্রথমটি শুরু হবে বিকেল পাঁচটা থেকে। ৩১ জানুয়ারি জামশেদপুর এফসি ও নর্থইস্ট ইউনাইটেডের মধ্যে ম্যাচ দিয়ে দ্বিতীয় পর্বের আইএসএল শুরু হচ্ছে। ৩ ফেব্রুয়ারির ডার্বি মোহনবাগানের হোম ম্যাচ। ১০ মার্চ ফিরতি ডার্বি। সেটি ইস্টবেঙ্গলের হোম ম্যাচ। ফেব্রুয়ারির ৩ তারিখ ডার্বি খেলার এক সপ্তাহ পর আবার মাঠে নামবে দুই প্রধান। ১০ ফেব্রুয়ারি বিকেলে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ নর্থইস্ট। একই দিনে সন্ধ্যায় মোহনবাগান খেলবে হায়দরবাদের বিরুদ্ধে।

রঞ্জিতে আজ সামনে অসম

পাঁচ বোলারে ফিরছে বাংলা

প্রতিবেদন : রঞ্জিতে এবার তিন ম্যাচ খেলার পরও এখনও জয় অধরা বাংলার। শুক্রবার প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে মনোজ তিওয়ারির দল নতুন লড়াইয়ে নামছে। প্রতিপক্ষ অসম। বাংলা তিন ম্যাচে পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে এলিট গ্রুপ 'বি'-তে বাংলা রয়েছে পাঁচ নম্বরে। অসম টেবলের নিচের দিকে মাত্র এক পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে আট নম্বরে। তারা তিন ম্যাচের মধ্যে দু'টিতেই হেরেছে। তবে ঘরের মাঠে বাংলার বিরুদ্ধে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে তৈরি অসম। অধিনায়ক রিয়ান পরাগ দারুণ ফর্মে রয়েছেন। দু'টি সেঞ্চুরির পাশাপাশি একটি হাফ সেঞ্চুরি করেছেন। বাংলার বোলারদের বিরুদ্ধেও ঘরের মাঠে জ্বলে উঠতে চাইবেন রিয়ান।

বাংলা শিবির চলতি রঞ্জিতে প্রথম জয়ের লক্ষ্যে পাঁচ বোলারেই ফিরছে। ইডেনে আগের ম্যাচে এক স্পিনার কমিয়ে বাড়তি ব্যাটার খেলিয়েছিল দল। কিন্তু বর্ষাপাড়ার পাটা উইকেটেও তিন পেসার ও দুই স্পিনার কম্বিনেশনে নামছে বাংলা। বাদ পড়তে পারেন পেসার ঈশান পোড়েল। তাঁর জায়গায় অভিষেক হতে পারে ডান হাতি পেসার সুমন দাসের। স্পিন বিভাগে করণ লালের সঙ্গী হতে পারেন প্রদীপ্ত প্রামাণিক ও অঙ্কিত মিশ্রর মধ্যে একজন। অভিষেক পোড়েল, অনুষ্টুপ মজুমদার রানের মধ্যে। কিন্তু অধিনায়ক মনোজ, সুদীপ ঘরামিদের ব্যাটে রান চাইছে বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট।

ফাইনালে লিভারপুল

লন্ডন, ২৫ জানুয়ারি : সেমিফাইনালের প্রথম লেগে ফুলহ্যামকে ২-১ গোলে হারিয়েছিল লিভারপুল। লিগ কাপের ফাইনালে ওঠার জন্য ফিরতি লেগের ম্যাচটা ড্র করলেই চলত জুরগেন ক্লপের দলের। বুধবার রাতে সেটাই করেছে লিভারপুল। ফুলহ্যামের সঙ্গে ১-১ ড্র করে ফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করেছে তারা। বিপক্ষের মাঠে ১১ মিনিটেই গোল করে লিভারপুলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন লুইস দিয়াজ। ফুলহ্যাম বক্সে ভেসে আসা বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ডান পায়ের গড়ানে শটে বল জালে জড়ান তিনি। ৩০ মিনিটে ফের ফুলহ্যামের জালে বল জড়িয়েছিলেন দিয়াজ। কিন্তু সতীর্থ ডারউইন নুনেজ অফসাইডে থাকায় সেই গোল বাতিল হয়ে যায়। উল্টে ৭৬ মিনিটে ইসা দিওপের গোলে ম্যাচে সমতা ফেরায় ফুলহ্যাম। বাকি সময় লিভারপুলকে চাপে রেখেও জয়সূচক গোলের দেখা পায়নি তারা। এবার ফাইনালে লিভারপুলের সামনে চেলসি।

ফাইনালে ওড়িশা, ট্রফি চাই কার্লেসের

ওড়িশা ম্যাচ দেখছেন কুয়াদ্রাত।

প্রতিবেদন : রবিবার ভুবনেশ্বরে সুপার কাপ ফাইনালে ওড়িশা এফসি-র মুখোমুখি হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। সার্জিও লোবেরার দল গতবারের চ্যাম্পিয়ন। এবারও রয় কৃষ্ণদের জয়রথ ছুটছে। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে দিয়েগো মরিসিওর গোলে ওড়িশা হারিয়ে দিয়েছে মুম্বই সিটি এফসি-কে। ওড়িশার বিরুদ্ধে আইএসএলের রেকর্ড ভাল নয় ইস্টবেঙ্গলের। কিন্তু খারাপ সময় কাটিয়ে কার্লেস কুয়াদ্রাতের দল যে উজ্জীবিত ফুটবল খেলছে তাতে যে কোনও বাধাই অতিক্রম করতে মরিয়া তারা।

মুম্বই-ওড়িশা সেমিফাইনাল এদিন কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে বসে দেখলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত। সঙ্গে ছিলেন তাঁর সহকারীরা। ফাইনালের প্রতিপক্ষকে মেপে নিলেন স্প্যানিশ কোচ। ২০১৮ সালের পর ফের সুপার কাপ ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল। সেবার ফাইনালে বেঙ্গালুরু এফসি-র কাছেই হারতে হয়েছিল লাল-হলুদকে। এবার ব্লুজদের প্রাক্তন কোচের মগজাস্ত্রেই ট্রফি জিততে মরিয়া লাল-হলুদ ব্রিগেড।

ফাইনালের আগে ইস্টবেঙ্গলের শক্তিও বাড়ছে। এশিয়ান কাপ খেলে ফেরা দুই ফুটবলার লালচুংনুঙ্গা ও নাওরেম মহেশ সিং শুক্রবার ভুবনেশ্বরে দলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন। কলিঙ্গে ফাইনালের প্রস্তুতি শুক্রবার থেকেই শুরু করবেন ক্লেটন সিলভারা। জামশেদপুরকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠার পর কুয়াদ্রাত বলেছেন, "আমাদের ট্রফি চাই। আর একটা ৯০ মিনিটের লড়াই শুধু জিততে হবে।"

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

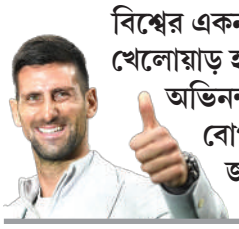

বিশ্বের একনম্বর ডাবলস খেলোয়াড় হওয়ার জন্য অভিনন্দন, বোপান্নাকে বার্তা জকোভিচের

মাঠে ময়দানে

26 January, 2024 • Friday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২৬ জানুয়ারি ২০২৪
শুক্রবার

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে বোপান্নারা

মেয়েদের খেতাবি লড়াইয়ে সাবালেঙ্কা ও ঝেং

মেলবোর্ন, ২৫ জানুয়ারি : ৪৩ বছর বয়সে বিশ্বের একনম্বর ডাবলস খেলোয়াড় হয়ে নতুন রেকর্ড গড়েছেন। রোহন বোপান্নার সামনে এবার কেরিয়ারে প্রথমবার কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাব জেতার দারুণ সুযোগ। বৃহস্পতিবার বোপান্না ও তাঁর অস্ট্রেলীয় জুটি ম্যাথু এবডেন ৬-৩, ৩-৬, ৭-৬(১০/৭) সেটে ঝ্যাং ঝিঝেন ও টমাস মাচাককে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে পুরুষদের ডাবলসের ফাইনালে উঠেছেন। এর আগে দু'বার (২০২০ ও ২০২৩) ইউএস ওপেনের ফাইনালে উঠেও রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল বোপান্নাকে।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে স্বপ্নের ফর্মে বোপান্না-এবডেন জুটি।

তবে ফাইনালে ওঠার জন্য রীতিমতো লড়তে হয়েছে বোপান্না-এবডেন জুটিকে। প্রথম সেট বোপান্নারা সহজে জিতলেও, দ্বিতীয় সেট জিতে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন ঝিঝেন ও মাচাক। নির্ণায়ক তৃতীয় সেটেও হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে। যদিও টাইব্রেকারে চিনা-চেক জুটিকে হারিয়ে সেট ও ম্যাচ পকেটে পুরে নেন বোপান্নারা। ম্যাচের পর বোপান্না জানিয়েছেন, তাঁর ফিটনেসের রহস্য যোগব্যায়াম। তিনি বলেন, ''আমি নিয়মিত যোগব্যায়াম করি। তাই এই বয়সেও পেশাদার সার্কিটে খেলা চালিয়ে যেতে পারছি। তবে লড়াইটা এখনও শেষ হয়নি। এখনও ফাইনাল ম্যাচ বাকি রয়েছে।'' শনিবার ফাইনালে বোপান্নাদের প্রতিপক্ষ অবাছাই ইতালীয় জুটি সিমোনে বোলেল্লি ও আন্দ্রেয়া ভাভাসোরি।

এদিকে, মেয়েদের সিঙ্গলসের ফাইনালে মুখোমুখি এরিনা সাবালেঙ্কা ও কুইনওয়েন ঝেং। গতবারের চ্যাম্পিয়ন সাবালেঙ্কা সেমিফাইনালে ৭-৬(৭/২), ৬-৪ স্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন চতুর্থ বাছাই কোকো গফকে। গত বছর ইউএস ওপেনের ফাইনালে গফের কাছে হেরে গিয়েছিলেন। এদিন তারই সেই হারের মধুর প্রতিশোধ নিলেন সাবালেঙ্কা। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে চিনা তারকা ঝেং ৬-৪, ৬-৪ সেটে হারিয়েছেন ইউক্রেনের ডায়ানা ইয়াসত্রেমস্কাকে। ২০২১ সালে এমা রাদুকানুর পর ঝেং দ্বিতীয় মহিলা খেলোয়াড়, যিনি অবাছাই হিসেবে কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে উঠলেন।

নীরজের উপহার জার্সি, পাল্টা ফেডারার দিলেন র‍্যাকেট।

র‍্যাকেট উপহার, নীরজে মুগ্ধ রজার

জুরিখ, ২৫ জানুয়ারি : অলিম্পিক ও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জ্যাভলিন থ্রোয়ার ভারতের নীরজ চোপড়া দেখা করলেন টেনিস কিংবদন্তি রজার ফেডেরারের সঙ্গে। জুরিখে দু'জনের সাক্ষাতের ছবি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল। রজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ নীরজের কাছে স্বপ্নপূরণের মতো। সুইস সুপারস্টার মুগ্ধ ভারতীয় জ্যাভলিন থ্রোয়ারের সাফল্য দেখে।

২০টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক ফেডেরারের সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে নিজের এশিয়ান গেমসের জার্সি তুলে দেন নীরজ। পাল্টা নিজের অটোগ্রাফ করা একটি র‍্যাকেট ভারতীয় অ্যাথলিটকে উপহার দেন ফেডেরার। নীরজ বলেছেন, ''রজার ফেডেরারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারা আমার কাছে স্বপ্নপূরণের মতো। অসাধারণ দক্ষতা, বিশ্ব জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতার জন্য আমি তাকে শ্রদ্ধা করি। আমাকে সবথেকে বেশি অনুপ্রাণিত করেছে ফেডেরারের নম্রতা এবং সহজ-সরল মানসিকতা, মাঠে এবং মাঠের বাইরে আমাদের নিজস্ব আবেগ এবং জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে মত বিনিময় করার সুযোগ পেয়েছি। দুর্দান্ত একটি সময় কাটিয়েছি আমরা।'' ফেডেরার বলেছেন, ''নীরজ দৃঢ়তা এবং সংকল্পের মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে এবং দেশের জন্য কতটা অর্জন করেছে তাতে আমি বিস্মিত। জুরিখে তার সঙ্গে দেখা করতে পেরে দারুণ লেগেছে।'' ফেডেরারকে উপহার দেওয়া জার্সিতে নীরজ লেখেন, ''তোমার সঙ্গে দেখা করে আমি দারুণ খুশি। ধন্যবাদ তোমার পরামর্শের জন্য। আমি তা মেনে চলব।''

সরফরাজ ১৪৩

আমেদাবাদ : ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে ঝকঝকে সেঞ্চুরি হাঁকালেন সরফরাজ খান। ভারতীয় এই ডানহাতি ব্যাটার তাঁর ১৪৩ রানের ইনিংস সাজাতে নিয়েছেন ১৫টি বাউন্ডারি, পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি। সরফরাজের পাশাপাশি সেঞ্চুরি পেয়েছেন দেবদত্ত পাড়িকল (১০৫)। অধিনায়ক বাংলার অভিমন্যু ঈশ্বরণ (৫৮) এবং ওয়াসিংটন সুন্দরও (৫৭) রান পেয়েছেন। প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ড লায়ন্স তুলেছিল ১৫২ রান। জবাবে, ভারত-এ দ্বিতীয় দিনের শেষে ছয় উইকেটে ৩৯১। নটআউট থেকে ক্রিজে রয়েছেন সরফরাজ।

লক্ষ্যর হার

জাকার্তা : ইন্দোনেশিয়া ওপেন ব্যাডমিন্টনের দ্বিতীয় রাউন্ড থেকেই ছিটকে গেলেন লক্ষ্য সেন। বৃহস্পতিবার লক্ষ্য ১৯-২১, ১৮-২১ সরাসরি গেমে হেরে যান ডেমনার্কের অ্যান্ডার্স অ্যান্টনসেনের বিরুদ্ধে। বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের তিনবারের পদকজয়ী অ্যান্টনসেনের বিরুদ্ধে প্রথম গেমের শুরুতে অনেকটা পিছিয়ে পড়েও লড়াইয়ে ফিরেছিলেন লক্ষ্য। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেননি। দ্বিতীয় গেমেও হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে হার মানেন ভারতীয় শাটলার। এদিকে, হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছেন আরেক ভারতীয় খেলোয়াড় প্রিয়াংশু রাজাবতও। তিনি কানাডার ব্রায়ান ইয়ংয়ের কাছে ১৮-২১, ১৪-২১ সরাসরি গেমে হেরে যান।

স্কালোনিই দায়িত্বে

বুয়েনোস আইরেস : আর্জেন্টিনা কোচের পদে তিনি থাকবেন কি না, তা নিয়ে নিজেই জল্পনা বাড়িয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত স্বয়ং লিওনেল স্কালোনিই জল্পনার অবসান ঘটালেন। ইতালিয়ান টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লিওনেল মেসিদের কোচ জানিয়ে দিলেন, আর্জেন্টিনার কোচ হিসেবে তিনি থাকছেন। স্কালোনি বলেছেন, ''অনেক কথাই হচ্ছে। এসব নিয়ে ভাবার জায়গা ছিল। তবে এটা বিদায় বা এমন কিছু ছিল না। জাতীয় দল কীভাবে এগোবে, আমি সেটা ভেবেছি। দলে আরও বেশি তরুণদের সুযোগ দেওয়ার এটাই সঠিক সময়।''

এগোল আইভরি

ইয়ামুসোকরো : কোচ ছাঁটাইয়ের পরই আফ্রিকান নেশনস কাপের নক আউটে উঠল আয়োজক আইভরি কোস্ট। অথচ, শেষ দুই ম্যাচ হারের পর গ্রুপ পর্ব থেকেই তাদের ছিটকে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু বুধবার রাতে জাম্বিয়ার বিরুদ্ধে মরক্কো ১-০ ব্যবধানে জেতায় আইভরি কোস্ট টুর্নামেন্টের শেষ ষোলোয় জায়গা করে নেয়। 'এ' গ্রুপ থেকে তৃতীয় হয়ে নক আউট পর্বে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে তারা। সোমবার কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে আইভরি কোস্টের প্রতিপক্ষ সাদিও মানের সেনেগাল।

মুশিরের সেঞ্চুরি, বড় জয় ভারতের

ব্লুমফন্টেইন, ২৫ জানুয়ারি : অনূর্ধ্ব ১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপে টানা দ্বিতীয় জয় পেল ভারত। বৃহস্পতিবার আয়ারল্যান্ডকে ২০১ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে ভারত। ১০৬ বলে ১১৮ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে ম্যাচের নায়ক মুশির খান। যিনি আবার ভারত 'এ' দলের সরফরাজ খানের ছোট ভাই। এদিন প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে ৩০১ রান তুলেছিল অনূর্ধ্ব ১৯ ভারত। মুশির ছাড়া উল্লেখযোগ্য রান পেয়েছেন অধিনায়ক উদয় সাহারন। তিনি ৮৪ বলে ৭৫ রান করেন। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ভারতীয় বোলারদের দাপটে ২৯.৪ ওভারে মাত্র ১০০ রানে গুটিয়ে যায় আয়ারল্যান্ড। একটা সময় তো মাত্র ৪৫ রানেই ৮ উইকেট হারিয়ে বসেছিল আইরিশরা। ড্যানিয়েল ফোরকিন অপরাজিত ২৭ না করলে, আয়ারল্যান্ডের রান একশো হত না। ভারতের নমন তিওয়ারি ৪ উইকেট দখল করেন। ৩ উইকেট নেন সৌমি পান্ডে।

ব্রিসবেনে লড়ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ব্রিসবেন, ২৫ জানুয়ারি : গাব্বায় গোলাপি টেস্টের প্রথম দিনের শেষে কিছুটা হলেও স্বস্তিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বৃহস্পতিবার প্রথমে ব্যাট করতে নেমে, স্কোরবোর্ডে মাত্র ৬৪ রান তুলতে না তুলতেই পাঁচ উইকেট হারিয়ে বসেছিল ক্যারিবিয়ানরা। ওই পরিস্থিতিতে জোড়া হাফ সেঞ্চুরি করে দলকে ভরাডুবির হাত থেকে বাঁচালেন কাভেম হজ ও জোশুয়া দ্যা সিলভা। দিনের শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান ৮ উইকেটে ২৬৬। শেষবেলায় হজ ও জোশুয়া দু'জনেই আউট না হলে, আরও ভাল জায়গায় থাকতেন ক্যারিবিয়ানরা।

লড়াইয়ে রাখলেন হজ-জোশুয়া জুটি।

এদিন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে প্রথম ধাক্কা দেন জস হ্যাজলউড। তাঁর বলে ৪ রান করে আউট হন ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক ক্রেগ ব্রেথওয়েট। কির্ক ম্যাকেঞ্জিকে (২১) আউট করেন প্যাট কামিন্স। ওপেনার তেজনায়ারণ চন্দ্রপল ২১ রান করে মিচেল স্টার্কের শিকার হন। এরপর অ্যালিক অ্যাথানেজ (৮) ও জাস্টিন গ্রিভসকেও (৬) দ্রুত প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে ক্যারিবিয়ানদের চাপে ফেলে দিয়েছিলেন স্টার্ক।

ওই পরিস্থিতিতে ষষ্ঠ উইকেটে ১৪৯ রান যোগ করেন হজ ও জোশুয়া। এই জুটি ভাঙেন নাথান লিয়ন। ব্যক্তিগত ৭৯ রানে লিয়নের বলে লেগ বিফোর উইকেটের ফাঁদে পড়েন জোশুয়া। কয়েক ওভার পরেই স্টার্কের চতুর্থ শিকার হন হজ। তিনি ৭১ রান করেছেন। শেষ দিকে ২২ বলে ঝোড়ো ৩২ রান করেন আলজারি জোসেফ।

চার গোল হজম করে বিদায় বার্সার

মাদ্রিদ, ২৫ জানুয়ারি : স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদের কাছে চার গোল হজমের পর, কোপা দেল রে-র কোয়ার্টার ফাইনালে অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের কাছেও চার গোল খেল বার্সেলোনা! নিটফল, আরও একটা টুর্নামেন্ট থেকে শূন্য হাতে ফিরতে হচ্ছে জাভি হার্নান্দেজের দলকে। নির্ধারিত সময়ে খেলার ফল ছিল ২-২। কিন্তু অতিরিক্ত সময়ে জোড়া গোল হজম করে ম্যাচটা ২-৪ ব্যবধানে হেরেছে বার্সেলোনা। ম্যাচের ৩৮ সেকেন্ডেই গোল হজম করে পিছিয়ে পড়েছিল বার্সা। বিলবাওয়ের হয়ে গোল করেন গোরকা গুরুজেলা। তবে ২৬ মিনিটেই সমতা ফেরান রবার্ট লেয়নডস্কি। ৩২ মিনিটে বার্সেলোনাকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দিয়েছিলেন লামিনে ইয়ামাল। বিরতির সময় এগিয়ে থেকেই মাঠ ছেড়েছিলেন লেয়নডস্কিরা। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হওয়ার মিনিট চারেকের মধ্যেই বার্সার রক্ষণের ভুলে ২-২ করে দেন ওইহান সানসেত। ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে গড়ালে, দুই ভাই ইনাকি উইলিয়ামস ও নিকো উইলিয়ামসের গোলে ৪-২ ব্যবধানে ম্যাচ জিতে নেয় বিলবাও।

আইসিসির বর্ষসেরা ক্রিকেটারের সম্মান পেলেন অস্ট্রেলিয়ার প্যাট কামিন্স

স্পিনেই শেষ ইংল্যান্ড, দাপট যশস্বীর

ইংল্যান্ড ২৪৬, ভারত ১১৯/১

হায়দরাবাদ ২৫ জানুয়ারি : টম হার্টলিকে প্রথম বলেই ছক্কা মেরে যশস্বী জয়সওয়াল সম্ভবত সনাতন ক্রিকেটকেই কষে ধাক্কা দিলেন। যা দেখে লোকজন হয়তো হা হা করে উঠলেন। তুমি কত বড় হনু হলে ভাই যে ইনিংস শুরু করতে এসে প্রথম বলে ছক্কা হাঁকাচ্ছ?

এই নিজামের শহরে এমন একজন ওপেনার ছিলেন যিনি টেস্ট ম্যাচে পাঁচদিনই ব্যাট করেছিলেন। এম এল জয়সীমা। কলার তুলে মাঠে নামতেন। রংবাজের মতো হাঁটাচলা করতেন। তিনিও এমন দুঃসাহস দেখাতে পারেননি। সম্ভব ছিল না, ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলতেন অধিনায়ক টাইগার পতৌদি। প্রবল ব্যক্তিত্বের টাইগার বেচাল দেখলে বাদ দিতে দ্বিধা করতেন না।

সময় অবশ্য বদলেছে। ক্রিকেটের আধুনিকীকরণ ঘটেছে। উল্টোদিকে অধিনায়ক রোহিত থাকলেও যশস্বী তাই ইংল্যান্ড স্পিনারদের ছিঁড়ে খেলেন। লম্বা হার্টলিকে নিয়ে সিরিজের আগে অনেক শব্দ খরচ হয়েছে। কিন্তু যশস্বীর সামনে ৯ ওভারে ৬৩ রান দিয়ে গেলেন। বরং কিছুটা নিয়ন্ত্রণ দেখলেন লিচ ও রেহান। মুম্বই ব্যাটার এদিন চমৎকার ফুটওয়ার্ক দেখালেন। প্রথম দিনের শেষে তিনি নট আউট ৭৬ রানে। ভারত ১১৯/১। হাতে ৯ উইকেট নিয়ে রোহিতরা আর ১২৬ রানে পিছিয়ে।

স্কোয়ার কাটে বাউন্ডারি হাঁকাচ্ছেন যশস্বী। বৃহস্পতিবার হায়দরাবাদে।

অনিল কুম্বলে পরে বলছিলেন, যশস্বীকে দেখে তাঁর ঋষভ পন্থ ও বিনোদ কাম্বলির কথা মনে পড়ছে। আবার রবিচন্দ্রন অশ্বিন বলছিলেন, মুম্বই ব্যাটারের সুবিধা হল তিনি পিছনে নামের ট্যাগ নিয়ে ব্যাট করতে নামেননি। ফলে খোলা মনে খেলতে পেরেছেন। ভারত এদিন যে উইকেটটি হারিয়েছে, সেটা রোহিতের। লিচকে তুলে মারতে যাওয়ার দরকার ছিল না। রোহিত (২৪) সেটাই করতে গিয়ে উঁচু ক্যাচ দিয়ে বসলেন স্টোকসকে। ভারত তখন ৮০। ইংল্যান্ড অবশ্য আর কোনও ব্রেক থ্রু করতে পারেনি। ১৪ ওভারের মধ্যে নিজেদের তিনটি ডিআরএস খরচ করার পরও। শুভমন তিনে নেমে নট আউট রয়েছেন ১৪ রানে।

চায়ের সময় কেভিন পিটারসেন মনের সুখে ক্ষোভ উগরে দিলেন। বললেন, এটা কিছুতেই টেস্ট ম্যাচের প্রথম দিনের উইকেট হতে পারে না। চায়ে ইংল্যান্ডের রান ছিল ২১৫/৮। পিটারসেন বলে দিলেন এখান থেকে ইংল্যান্ডের রান চারশোতে যাবে, ভাবতে পারছি না। কিন্তু ইংল্যান্ড যেমন ভাল বলে উইকেট হারিয়েছে, তেমনই বাজে শটেও। স্টোকস অনেকগুলি রিভার্স সুইপ মারলেন। প্রশ্ন উঠতে পারে এমন পরিস্থিতি এত ঝুঁকির কী দরকার ছিল।

সকালে টসে জিতে ব্যাটিং নেওয়ার পর ইংল্যান্ড প্রথম ঘণ্টায় ৫৫/০ তুলে ফেলেছিল। কিন্তু এরপর পাঁচ রানের মধ্যে তিন উইকেট হারিয়ে বসল। ইংল্যান্ডের গোটা ইনিংসে ১২.৩ ওভার বল করলেন বুমরা ও সিরাজ। রোহিত প্রায় শুরুতেই স্পিন বাটনে হাত দিলেন। তাতে পাঁচ রানের মধ্যে বেন ডাকেট (৩৫), অলি পোপ (১) ও জ্যাক ক্রলি (২০) ফিরে গেলেন অশ্বিন-জাদেজার বলে।

অতিথিদের সমস্যা আরও বাড়ল লাঞ্চ ও টি ব্রেকের মধ্যে। পাঁচ উইকেট হারিয়ে ইংল্যান্ড তখন এটা নিশ্চিত করে ফেলেছে যে, তাদের রান খুব বেশি এগোবে না। মার্ক উডকে (১১) নিয়ে স্টোকস (৭০ নট আউট) অবশ্য লড়ে গেলেন। হাঁটুতে অস্ত্রোপচারের পর প্রথম মাঠে নামলেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক। তাঁকে ঠিক যে কারণে ম্যান অফ ক্রাইসিস বলা হয়, সেই কাজটাই করে গেলেন। স্রেফ তাঁর জন্য ইংল্যান্ডের ইনিংস ২৪৬ পর্যন্ত গেল।

অশ্বিন আর জাদেজার সঙ্গে তৃতীয় স্পিনার অক্ষর প্যাটেল। কুলদীপ প্রথম এগারোয় আসতে পারেননি অক্ষরের আগেরবারের রেকর্ডের জন্য। রোহিত অবশ্য ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি জানতেন এটা ঘূর্ণি উইকেট। তাই অশ্বিন ও জাদেজার পাশে রেখে দিলেন অক্ষরকে। জাদেজা তিন উইকেট নিলেও ৮৮ রান দিয়েছেন। অশ্বিনের তিন উইকেট ৬৮ রানে। অক্ষর দুই উইকেট নেন ৩৩ রানে। বাকি দুটি উইকেট জসপ্রীত বুমরার। তবে দিনের শেষে একটা প্রশ্ন স্টোকসের জন্য। বিগ টার্নার রুটকে বল দিলেন না কেন।

যশস্বীর মধ্যে পন্থের ছায়া দেখছেন অশ্বিন

হায়দরাবাদ, ২৫ জানুয়ারি : যশস্বী জয়সওয়ালকে দেখে তাঁর ঋষভ পন্থকে মনে পড়ছে। সাফ জানালেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। হায়দরাবাদের ঘূর্ণি উইকেটে ইংল্যান্ডের বোলারদের রীতিমতো শাসন করে দিনের শেষে ৭৬ রানে নট আউট যশস্বী। তাঁর ৭০ বলের ইনিংসে রয়েছে ৯টি চার ও ৩টি ছয়।

অশ্বিনের উচ্ছ্বাস।

যা দেখে মুগ্ধ অশ্বিন বলছেন, ‘‘যশস্বীর মধ্যে ঋষভের ছায়া দেখতে পেলাম। ওরা দু’জনেই বাঁহাতি ব্যাটার। বাঁহাতি স্পিনারদের বিরুদ্ধে ঋষভও এমন নির্মম ব্যাটিং করত। যশস্বীর হাতে সব ধরনের ক্রিকেটীয় শট রয়েছে। কোনও নামের ট্যাগ নিয়ে ব্যাট করতে নামে না। তাই খোলা মনে নিজের খেলাটা খেলেছে।’’ অশ্বিন আরও যোগ করেছেন, ‘‘২৪৬ রান এই পিচে যথেষ্ট ভাল স্কোর। তাই ইংল্যান্ডের ইনিংস শেষ হওয়ার পর কিছুটা চিন্তা নিয়েই মাঠ ছেড়েছিলাম। তবে যশস্বী ও রোহিত শুরুটা দারুণ করে আমাদের চাপ অনেকটাই কমিয়ে দিল।’’

তিনি নিজে বল হাতে তিন উইকেট নিয়েছেন। অশ্বিন বলছেন, ‘‘প্রথম সেশনে বল উইকেটে পড়ে দ্রুত ব্যাটে যাচ্ছিল। পিচ স্যাঁতস্যাঁতে থাকার কারণেই সম্ভবত এমন হচ্ছিল। তবে পরের দিকে বল ঘুরেছে। তবে খুব একটা নয়। তাই নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বোলিংয়ে বৈচিত্র আনার চেষ্টা করেছি।’’ ৯৬ টেস্টে অশ্বিনের শিকার ৪৯৩ উইকেট। পাঁচশো টেস্ট উইকেট নিয়ে দরকার আর মাত্র সাতটি। শুধু তাই নয়, বৃহস্পতিবার রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে জুটি বেঁধে এক বিরল রেকর্ডও গড়েছেন। এতদিন টেস্টে ভারতের সবথেকে সফল বোলিং জুটি ছিলেন অনিল কুম্বলে ও হরভজন সিং। কুম্বলে ও হরভজন একসঙ্গে ৫৪ টেস্ট খেলে মোট ৫০১টি উইকেট শিকার করেছিলেন। এদিনের পর অশ্বিন-জাদেজা জুটির মিলিত টেস্ট উইকেটে সংখ্যা ৫০৬ (৫০ টেস্টে)। এর মধ্যে অশ্বিন নিয়েছেন ২৭৮টি ও জাদেজা ২২৮টি।

একদিনের ক্রিকেটে বর্ষসেরা বিরাট

দুবাই, ২৫ জানুয়ারি : ব্যক্তিগত কারণে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দুই টেস্ট থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। সতীর্থরা যখন হায়দরাবাদে খেলতে ব্যস্ত, তারই ফাঁকে সুখবর পেলেন বিরাট কোহলি। আইসিসি-র বিচারে ২০২৩ সালের বর্ষসেরা একদিনের ক্রিকেটার হয়েছেন তিনি। ভারতের মাটিতে আয়োজিত ওয়ান ডে বিশ্বকাপে ব্যাট হাতে দুরন্ত পারফরম্যান্সের পুরস্কার পেলেন কিং কোহলি। প্রসঙ্গত, এই নিয়ে চতুর্থবার আইসিসি-র বিচারে বর্ষসেরা ওডিআই ক্রিকেটারের সম্মান পেলেন বিরাট। এর আগে ২০১২, ২০১৭ এবং ২০১৮ সালে তিনি এই পুরস্কার জিতেছিলেন। শুধু তাই নয়, বিরাটই প্রথম ক্রিকেটার, যিনি চারবার এই সম্মান জিতলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন তারকা এবি ডি’ভিলিয়ার্স তিনবার এই সম্মান জিতেছিলেন। ফেলে আসা বছরটা স্বপ্নের মতোই কেটেছে বিরাটের। ক্রিকেটের সব ফরম্যাটেই ব্যাট হাতে ধারাবাহিকভাবে রান করেছেন।

২০১৯ বিশ্বকাপে পাঁচটা সেঞ্চুরি করেও ট্রফি জিতিনি

সংখ্যা-রান নিয়ে ভাবি না, চাই ট্রফি : রোহিত

বল নয়, টুপি লুফছেন রোহিত।

হায়দারাবাদ, ২৫ জানুয়ারি : তিনি দলের মধ্যে এমন এক সংস্কৃতি আমদানি করতে চাইছেন, যেখানে কেউ সংখ্যা নিয়ে ভাববে না। রোহিত শর্মার বক্তব্য খুব পরিষ্কার। বললেন, আমি এমন একটা সংস্কৃতি আনতে চাই যেখানে পরিবর্তন আসবে। স্বাধীনতা থাকবে। যেটা এখন দিচ্ছি। সংখ্যা, স্কোর এসব নিয়ে ভেবো না। শুধু খেলো।

সম্প্রচারকারী চ্যানেলে রোহিত দীনেশ কার্তিককে এরপর আরও বলেন, ভারতে এসব নিয়ে সবাই মাথা ঘামায়। ২০১৯-এ বিশ্বকাপে পাঁচটি সেঞ্চুরি করেছিলাম। কিন্তু কী লাভ হল? আমরা হেরে গেলাম। আমার পাঁচ-ছ’টা সেঞ্চুরিতে কিছু হবে না। লাগবে ট্রফি। ওটাই দরকার।

তিনি বিরাট কোহলির সহ অধিনায়ক ছিলেন। বিরাট না খেললে দলকে নেতৃত্ব দিতেন। তাই নেতৃত্ব ব্যাপারটায় রোহিত বলছেন, আমি সম্মানিত। গত তিন বছরে আমরা ভাল খেলেছি। কিন্তু বিশ্বকাপ ফাইনালে হেরে গেলাম। সমস্যা কিন্তু আসবে। আমাদের মাইন্ডসেট ঠিক করতে হবে। এটাই আমাদের করতে হবে। এই মুহূর্তে রোহিত শুধু টেস্ট কেন, তিন ফরম্যাটেই অধিনায়ক। তবে বিশেষ গুরুত্ব যে টেস্ট ক্রিকেট পাচ্ছে সেটা না বললেও চলে। কার্তিক জানতে চাইলেন, টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে সামনে কী লক্ষ্য রাখতে চাও? রোহিতের জবাব, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জিততে চাই। বিদেশে আরও বেশি জয় চাই।